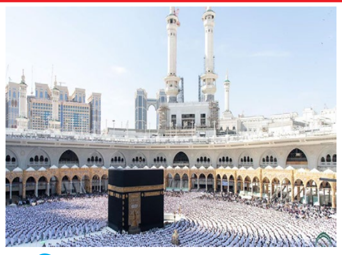

বিশ্বের সবচেয়ে বড় সাউন্ড সিস্টেম রয়েছে মক্কার মসজিদুল হারামে

সারে-জমিন

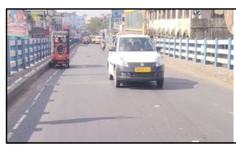

টানা চার মাস বন্ধ থাকবে বারাসতের উড়ালপুল

রূপসী বাংলা

উত্তর ভারত জনসংখ্যা কমাতে চায়, দক্ষিণ ভারত চায় বাড়াতে

সম্পাদকীয়

ভাঙাচোরা বাড়িতে বসবাস, তবুও আবাস বঞ্চিত

সাধারণ

টি-টোয়েন্টিতে নতুন রেকর্ড, বোলিং করলেন ১১ জনই

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

শনিবার
৩০ নভেম্বর, ২০২৪
১৫ অগ্রহায়ণ ১৪৩১
২৭ জমাদিউল আউয়াল, ১৪৪৬ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 323 ■ Daily APONZONE ■ 30 November 2024 ■ Saturday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php ■ aponzone@gmail.com

প্রথম নজর

বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের পরিস্থিতির উপর নজর রাখছে ভারত

আপনজন ডেস্ক: বাংলাদেশে সংখ্যালঘু-সংশ্লিষ্ট পরিস্থিতির উপর ভারত গভীরভাবে নজর রাখছে বলে মন্তব্য করেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। তিনি বলেন, সংখ্যালঘুসহ বাংলাদেশের সব নাগরিকের নিরাপত্তার দায়িত্ব দেশটির সরকারের। বাংলাদেশে হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর সহিংসতার অভিযোগ এনে লোকসভায় করা পাঁচটি প্রশ্নের লিখিত জবাবে এই সব কথা বলেন এস জয়শঙ্কর। শুক্রবার ওই প্রশ্নোত্তরগুলো প্রকাশ করেছে লোকসভা।
জয়শঙ্কর বলেন, বাংলাদেশজুড়ে চলতি বছরের আগস্টসহ বিভিন্ন সময়ে হিন্দু ও অন্যান্য সংখ্যালঘুর ওপর সহিংসতার খবর দেখেছে ভারত সরকার। সংশ্লিষ্ট পরিস্থিতির ওপর গভীরভাবে নজর রাখছে ঢাকায় অবস্থিত ভারতীয় হাইকমিশন।
সংখ্যালঘুসহ বাংলাদেশের সব নাগরিকের জীবন রক্ষা নিশ্চিত করার প্রাথমিক দায়িত্ব দেশটির সরকারের।

নিম্ন আদালতে সম্ভল মসজিদ মামলা আপাতত বন্ধের নির্দেশ শীর্ষ কোর্টের

আপনজন ডেস্ক: শুক্রবার সুপ্রিম কোর্ট তার আদেশে উত্তরপ্রদেশের নিম্ন আদালতকে সম্ভল জামা মসজিদ মামলা ত্বরান্বিত না করার নির্দেশ দিয়েছে, যতক্ষণ না সমীক্ষার আদেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে মসজিদ কমিটির আবেদনটি হাইকোর্টে তালিকাভুক্ত হয়। একই সঙ্গে কর্তৃপক্ষকে "শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রাখার" নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট।
প্রধান বিচারপতি (ভারতের প্রধান বিচারপতি) সঞ্জীব খান্না এবং বিচারপতি সঞ্জয় কুমারের নেতৃত্বাধীন দুই বিচারপতির বেঞ্চ বলেছে, আমরা অ্যাডভোকেট কমিশনারের রিপোর্ট সিল করা খামে রাখার নির্দেশ দিচ্ছি এবং এর মধ্যে খোলা যাবে না। যে কোনও মূল্যে শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রাখতে হবে। বেঞ্চ আরও জানিয়েছে, নিম্ন আদালতকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে মসজিদটি হিন্দু পক্ষের মন্দির বলে দাবি করার মামলা তারা শুনবে না, যতক্ষণ না শাহী ঈদগাহ কমিটি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হচ্ছে।
সুপ্রিম কোর্টের বেঞ্চ বলেছে, আমরা মনে করি যে আবেদনকারী সম্ভলের শাহি জামা মসজিদ কমিটি অফ ম্যানেজমেন্টকে ১৯০৮ সালের দেওয়ানি কার্যবিধি এবং ভারতের সংবিধানের বিধান সহ আইন অনুসারে একটি উপযুক্ত আদালত / ফোরামের সামনে ১৯ নভেম্বর, ২০২৪ এর আদেশকে চ্যালেঞ্জ জানাক। এর মধ্যে শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রাখতে হবে।
উত্তরপ্রদেশের সম্ভলের জেলা প্রশাসনের পক্ষে উপস্থিত অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল (এএসজি) কে এম নটরাজ আদালতকে এই বিষয়ে আশ্বস্ত করেছেন।
প্রধান বিচারপতি বলেছেন, শীর্ষ আদালত তার আদেশে এটাও স্পষ্ট করে দিয়েছে, নিম্ন আদালত মসজিদের সমীক্ষার নির্দেশ দিয়েছিল, কিন্তু আর কোনও পদক্ষেপ করা হবে না। যতক্ষণ না তারা হাইকোর্টে যাচ্ছে ততক্ষণ আমরা কিছু ঘটাতে চাই না। নিম্ন আদালত তার আদেশ কার্যকর করবে না।
বৃহস্পতিবার, কমিটি অফ ম্যানেজমেন্ট শাহি জামা মসজিদ, সম্ভল (সিএমএসজেএমএস) দ্বারা সিভিল জজের ১৯ নভেম্বরের আদেশের উপর স্থগিতাদেশ দেওয়ার জন্য আবেদন করা হয়েছিল, এই ভিত্তিতে যে জেলা আদালতে একটি মামলা দাবি করার পরে "তাড়াহুড়ো" করে সমীক্ষার আদেশ দেওয়া হয়েছিল।
বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় সুপ্রিম কোর্টে সিএমএসজেএমএস-এর দায়ের করা আবেদনে জরুরি ভিত্তিতে শুনানির আর্জি জানানো হয়, যার উত্তরে শীর্ষ আদালত আজ শুক্রবার তা শুনতে রাজি হন।
গত ১৯ নভেম্বর সম্ভলের সিভিল জজ (সিনিয়র ডিভিশন) আদিত্য সিং একজন অ্যাডভোকেট কমিশনারকে সম্ভলের শাহি জামা মসজিদ সমীক্ষা করার নির্দেশ দেন। এই প্রক্রিয়ায় বিচারক রমেশ রাঘবকে অ্যাডভোকেট কমিশনার

হিসাবে নিয়োগ করেছিলেন যাতে ২৯ নভেম্বরের মধ্যে সমীক্ষা করে রিপোর্ট জমা দেওয়া যায়।
আইনজীবী হরিশঙ্কর জৈন এবং আরও সাতজনের আবেদনের ভিত্তিতে বিচারক এই নির্দেশ জারি করেন, যারা দাবি করেছিলেন যে মুঘল আমলে একটি ভেঙে ফেলা মন্দিরের উপর মসজিদটি নির্মিত হয়েছিল। সিএমএসএমএস-এর আবেদনে বলা হয়েছে, একদিনের মধ্যে সমীক্ষার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল এবং তার পরে মাত্র ৬ ঘণ্টার নোটিশ দিয়ে আরও একটি সমীক্ষা চালানো হয়েছিল। এসব কর্মকাণ্ড ব্যাপক সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার জন্ম দিয়েছে এবং দেশের ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক কাঠামোকে হুমকির মুখে ফেলেছে। আবেদনকারী কমিটি সুপ্রিম কোর্টকে নির্দেশ জারি করতে এবং অবিলম্বে সমীক্ষা বন্ধ করার আহ্বান জানিয়েছে।
সিএমএসজেএমএস-এর আবেদনে বলা হয়, বিবাদীদের (সিএমএসজেএমএস ও অন্যান্য) বক্তব্য না শুনে এবং সমীক্ষার আদেশের বিরুদ্ধে বিচারিক প্রতিকার চাইতে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তিদের পর্যাপ্ত সময় না দিয়ে উপাসনালয় নিয়ে বিভিন্ন সম্প্রদায়কে সম্পৃক্ত করে এ আদেশ কার্যকর করা হয়েছে। শীর্ষ আদালত তার আদেশে আরও বলেছে, আমরা পর্যবেক্ষণ করছি যে, যদি কোনও রিভিশন পিটিশন / আপিল উপযুক্ত আদালত বা ফোরামে উত্থাপিত হয়, তবে তা দাখিলের তারিখের পরে তিন কার্যদিবসের মধ্যে তালিকাভুক্ত করা হবে।
সুপ্রিম কোর্ট উল্লেখ করেছে, যে বিষয়টি ০৮ জানুয়ারি, ২০২৫ তারিখে সিভিল জজ (সিনিয়র ডিভিশন) আদালতে ধার্য করা হয়েছে। আবেদনকারী কর্তৃক দায়েরকৃত রিভিশন পিটিশন/আপিল/বিবিধ দরখাস্ত হাইকোর্ট/উপযুক্ত আদালত/ফোরামে তালিকাভুক্ত না হওয়া পর্যন্ত দেওয়ানি জজ এ বিষয়ে অগ্রসর হবেন না। অ্যাডভোকেট কমিশনার যে রিপোর্ট জমা দিয়েছেন, তা সিল করা খামে রাখা হবে, খোলা হবে না। শীর্ষ আদালত বিষয়টি ২০২৫ সালের ৬ জানুয়ারি থেকে শুরু হওয়া সপ্তাহে পরবর্তী শুনানির জন্য ধার্য করেছে।

সমাজবাদী পার্টির ১৫ সদস্যের দল যাবে প্রকৃত তথ্য সংগ্রহে

অন্যদিকে, শুক্রবার কংগ্রেসের তরফে জানানো হয়েছে একটা প্রতিনিধি দল যাবে তাদের তরফ থেকে।সেই সঙ্গে সমাজবাদী পার্টির ১৫ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল শনিবার উত্তরপ্রদেশের সম্ভলে শাহি জামা মসজিদ চত্বরে সমীক্ষার পর যে হিংসা ছড়িয়েছে তার তথ্য সংগ্রহ করতে যাবে। সমাজবাদী পার্টির রাজ্য সভাপতি শ্যামলাল পাল জানিয়েছেন, দলের প্রধান অখিলেশ যাদবের নির্দেশে শনিবার সম্ভলে যাবেন দলের একটি প্রতিনিধি দল। সেখানে সংঘটিত সহিংসতার বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহের পর দলীয় প্রধানের কাছে প্রতিবেদন জমা দেওয়া হবে বলে জানান তিনি। কংগ্রেসের রাজ্য সভাপতি অজয় রাই জানিয়েছেন, ২ ডিসেম্বর সেখানে যাবে কংগ্রেসের একটি প্রতিনিধি দল।

আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় পেল ন্যাকের বি$^{+}$ গ্রেড

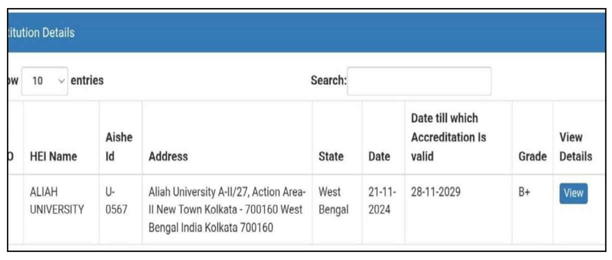

titution Details

Show 10 entries Search:

D	HEI Name	Aishe Id	Address	State	Date	Date till which Accreditation Is valid	Grade	View Details
	ALIAH UNIVERSITY	U-0567	Aliah University A-II/27, Action Area-II New Town Kolkata - 700160 West Bengal India Kolkata 700160	West Bengal	21-11-2024	28-11-2029	B+	View

আপনজন ডেস্ক: দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটল। অবশেষে আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যাক মূল্যায়ণের রিপোর্ট সামনে এল। ন্যাক (NAAC)পরিদর্শক দলের রিপোর্ট অনুযায়ী আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় পেল বি+ গ্রেড। এই মূল্যায়ণের মেয়াদ ২১ নভেম্বর ২০২৪ থেকে ২৮ নভেম্বর ২০২৯ পর্যন্ত। প্রসঙ্গত ২০০৭ সালের আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হলেও এই প্রথম ন্যাক পরিদর্শন হল। গত ১৯ নভেম্বর ন্যাক পরিদর্শক দল আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের নিউ টাউন ক্যাম্পাস পরিদর্শন করে। পরের দিন তারা আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের তালতলা ও পার্ক সার্কাস ক্যাম্পাস পরিদর্শন করে। এই পরিদর্শক দলে ছিলেন, জওহরলাল নেহরু টেকনোলজিকাল বিশ্ববিদ্যায় কাকিনাড়ার প্রাক্তন উপাচার্য ড. কুমার ভেলাঙ্কি (চেয়ারপার্সন), উৎকল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ডিরেক্টর ড. সুস্মিতা প্রসাদ পানি (স্বোর কোঅর্ডিনেটর), মুম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিরেক্টর ইনচার্জ, ড. কিশোর সুখতনকার (সদস্য), জেএনইউ-এর প্রাক্তন প্রফেসর ড. রাজীব কুমার (সদস্য), ম্যাঙ্গালোর বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিরেক্টর ড. মানাজাইয়া ডি এইচ (সদস্য) ও গুরু দ্রোণাচার্য কলেজ অফ নার্সিংয়ের অধ্যক্ষ ড. রামকুমার গর্গ (সদস্য)।
উল্লেখ্য, ন্যাক একটি কেন্দ্রীয় সরকারের স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা যা ভারতের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির মূল্যায়ন এবং স্বীকৃতি দেয়। ন্যাক ১৯৯৪ সালে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এর পর থেকে ন্যাক ইউজি স্বীকৃত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলি পরিদর্শন করে তাদের মূল্যায়ণ করে মান নির্ধারণ করে। ন্যাক বিভিন্ন কারণের ভিত্তিতে উচ্চশিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির শিক্ষার মান, অবকাঠামো, শাসন এবং সামগ্রিক কর্ম ক্ষমতা মূল্যায়ন করে। এছাড়া পাঠ্যক্রমের কভারেজ, শিক্ষণ-শেখার প্রক্রিয়া, অনুষদ, গবেষণা, অবকাঠামো, শেখার সংস্থান, সংগঠন, প্রশাসন, আর্থিক কল্যাণ এবং সর্বোপরি শিক্ষার্থীদের প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা পরিষেবাও খতিয়ে দেখে। শিক্ষাদান, শিক্ষা, গবেষণা লক্ষ্য ছাড়াও একটি গ্রেড বা স্বীকৃতি প্রদানকারীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ম ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় যার ফলে যে কোন প্রতিষ্ঠান কার্যকর ভাবে লক্ষ্য অর্জনের সহায়ক হয়। পরিদর্শনে বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্ব, কর্ম ক্ষমতা পরিমাপ করা এবং সমস্ত নথিভুক্ত করে জবাবদিহি করা হয়।

আশ শিফা ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং

❑ জগন্নাথপুর ❑ সহরার হাট ❑ ফলতা ❑ দঃ ২৪ পরগণা পিন- ৭৪৩৫০৪

মেয়েদের সুরক্ষা আমাদের কাছে অগ্রগণ্য।
এবং একই ক্যাম্পাসে হাসপাতাল ও নার্সিং স্কুল

আর ভিন রাজ্যে নয়!
মেয়েদের নার্সিং স্কুল
এখন
ফলতার সহরারহাটে

২০২৪-২৫ বর্ষে
GNM
কোর্সে
ভর্তি চলছে

❑ অভিজ্ঞ প্রফেসর ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত।
❑ আধুনিক সুসজ্জিত ল্যাবরেটরি, লাইব্রেরি।
❑ ১০০ বেড সমৃদ্ধ নিজস্ব হাসপাতালে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা।
❑ জেলায় প্রথম একই ক্যাম্পাসে হাসপাতাল ও নার্সিং স্কুল।
❑ উন্নত পরিকাঠামোযুক্ত সুপরিসর ভবন।

অন্য প্রতিষ্ঠানের তুলনায় অনেক কম কোর্স ফিজ - 2.5 লাখ
স্কলারশিপ, স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডের ব্যবস্থা আছে

যোগাযোগ
6295 122 937
9732 589 556
www.ashsheefahospital.com

ওয়েস্ট বেঙ্গল নার্সিং কাউন্সিল অনুমোদিত

সায়েন্স / আর্টস / কমার্স---
যেকোন স্ট্রিমে HS-এ
40% নম্বর পেলেই ভর্তি হতে পারবেন

ডাঃ ফারুক উদ্দিন পুরকাইত (ডিরেক্টর), MBBS, MD, Dip Card

প্রথম নজর

সীমান্তের চরের গ্রামে বিএসএফ জিরো পয়েন্টে

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: স্বাধীন দেশে আবার স্বাধীন হল সীমান্তের মানুষ, এত দিন ধরে নিজ স্বাধীনদেশে বসবাস করলেও পরাধীনের মত বসবাস করতে হতো সীমান্তের মানুষদের।সেই পরাধীন থেকে মুক্তির আশা দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর অবশেষে সীমান্তের মানুষের আশা পূরণ হল বৃহস্পতিবার সাত সকালে। ভারত বাংলাদেশ সীমান্তের জলঙ্গী ব্লকের চোয়াপাড়া, জলঙ্গী ,ঘোষপাড়া অঞ্চলের সীমান্তের বসবাস কারীরা দীর্ঘ দিন ধরে দাবি করে আসছিলেন যে সীমান্ত রক্ষী বাহিনী যেনো জিরো পয়েন্টে গিয়ে ডিউটি করে। সেই দাবিতে একাধিকবার মিটিং ও ডেপুটেশন জমা দেন এলাকার একাধিক জনপ্রতিনিধি গণ। শেষমেষ বিএসএফ তাদের পূর্বের ওপি পয়েন্ট ছেড়ে একদম সীমান্তের জিরো পয়েন্টে গিয়ে ডিউটি করছে বিএসএফ,এই খবর পেতেই খুশিতে আত্মহারা সীমান্ত এলাকার বাসিন্দারা। এত দিন ভারত বাংলাদেশ সীমান্তের চরের গ্রামে ও কৃষি জমিতে চাষাবাদ করতে গেলে সীমান্তের ও পি পয়েন্টে বিএসএফের কাছে পরিচয় পত্র জমা করে নাম ইন্ট্রি করার পর সীমান্তের গ্রাম ও কৃষি জমিতে যেতে পারত ভারতীয়রা, যার কারণে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হত বিশেষ করে সীমান্তের চাষিদের। সেই সমস্যার সমাধান হল বৃহস্পতিবার।

নিজ দোকান থেকে যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার

সাবের আলি ● খড়গ্রাম

আপনজন: মুর্শিদাবাদ জেলার খড়গ্রাম থানার নগর বাজারে মৃত ব্যক্তির নাম তারকনাথ সিংহ বয়স ৩০ পরিবার সূত্রে জানা গেছে গত ২৪ শে নভেম্বর থেকে সে নিখোঁজ ছিলো। পরিবারের লোকজন অনেক খোঁজাখুঁজি করার পর। খরগ্রাম থানায় মিসিং ডায়েরি করে। আজ শুক্রবার বিকেল সাড়ে চারটে ওই দোকান ঘর থেকে দুর্গন্ধ বেরতো থাকলে স্থানীয়দের সন্দেহ হয়। খড়গ্রাম থানার পুলিশ খবর দিলে পুলিশ পৌঁছিয়ে গ্যাসের দোকান সেখানেই যুবকের মৃতদেহ গলায় ফাঁস লাগা অবস্থায় ঝুলতে থাকে। এবং মৃতদেহটি উদ্ধার করে খরগ্রাম থানার পুলিশ ময়না তদন্তের জন্য কান্দি মহকুমা হাসপাতালে পাঠিয়। তবে কি কারনে যুবক গলায় ফাঁস আত্মহত্যা করেছে তা নিয়ে তদন্ত করেছে খড়গ্রাম থানা পুলিশ।

সংস্কারের কাজে টানা চার মাস বন্ধ থাকবে বারাসতের উড়ালপুল

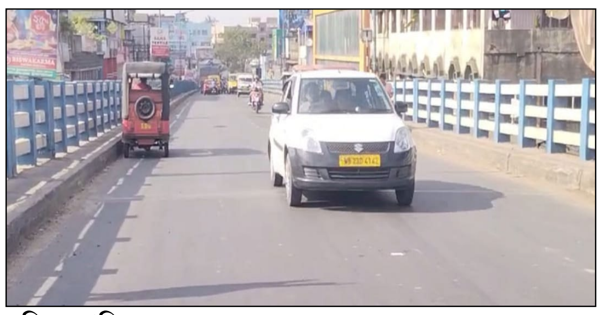

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বারাসত

আপনজন: আগামী ৬ ডিসেম্বর থেকে টানা চার মাস বন্ধ থাকবে বারাসত উড়ালপুল । সংস্কারের কাজের জন্য জেলা প্রশাসন, পূর্ত দফতর ও বারাসত পুরসভা মিলিতভাবে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে । প্রশাসন সূত্রে খবর, তবে উড়ালপুল পুরোপুরি বন্ধ থাকছে না। সপ্তাহের শেষ দু'দিন অর্থাৎ শনি ও রবিবার বন্ধ থাকবে উড়ালপুলটি । বাকি দিনগুলিতে স্বাভাবিক নিয়মে চলাচল করবে যানবাহন। তবে পণ্যবাহী ট্রাক ও ভারী যানবাহন চলাচল পুরোপুরি নিষিদ্ধ করা হয়েছে প্রশাসনের তরফে ।যশোর রোড ও ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কের সংযোগকারী সেতু হিসেবে গত কয়েক বছর ধরে বারাসত উড়ালপুলটি ব্যবহৃত হয়ে আসছে । চাঁপাডালি মোড় থেকে কলোনি মোড়ের মধ্যে এই উড়ালপুলের মাধ্যমে সংযোগ স্থাপন করা হয়। সম্প্রতি, পূর্ত দফতরের ইঞ্জিনিয়াররা সেতুর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে সংস্কারের প্রস্তাব দেন । বিষয়টি নিয়ে বুধবার মধ্যমগ্রাম দোলতলা পুলিশ লাইনে জেলা পুলিশ ও প্রশাসনের কর্তারা, বারাসত ও মধ্যমগ্রামের পুরসভার পুরপ্রধান, বাস, ট্রাক, অটো ইউনিয়নের প্রতিনিধিরা একটি বৈঠক করেন। এরপর সংস্কারের কাজে সেতুটি বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বারাসত পৌরসভার চেয়ারম্যান এ বিষয়ে জানান সেতু সংস্কারের জন্য সপ্তাহে যে দুদিন বন্ধ থাকবে সেই দু দিন যান টোটো অটো ও ছোট গাড়ি গুলি চলাচল করবে পৌরসভার সামনে থেকে ওয়ান ওয়ে করে এবং বাদবাকি যে সমস্ত পণ্যবাহী যান ও ভারী যানবাহন রয়েছে সেগুলি ডাকবাংলো মোড় হয়ে ঘুরে যাবে চাপাডালি মোরে। এবং এই চার মাস পুলিশ সদস্যদেরও বাড়তি দায়িত্ব নিতে হবে বলে জানান তিনি। তিনি আরো জানান ব্রিজের তলায় যে সকল পিলারের কাজ হবে সেই পিলার সংলগ্ন দোকানগুলিকে সপ্তাহের ওই দুটো দিনকরে বন্ধ থাকারও নির্দেশ দিয়েছে বারাসাত পৌরসভা ও জেলা প্রশাসন। যদিও বারাসতে এই দীর্ঘ চার মাস সেতু সংস্কারের জন্য আংশিক বন্ধ থাকায় যানজটে নাজেহাল হবে বারাসতবাসী, এমনটাই ধারণা সাধারণ মানুষের।

ক্লাসের দরজা বন্ধ করে শিশু ছাত্রকে মারধর!

সুভাষ চন্দ্র দাশ ● ক্যানিং

আপনজন: প্রথম শ্রেণীর এক খুদে ছাত্রকে দরজা বন্ধ করে শ্রেণীকক্ষের মধ্যে বেধড়ক মারধর করার অভিযোগ উঠলো এক স্কুল শিক্ষিকার বিরুদ্ধে। মারধর করার পর স্কুল থেকে পালিয়ে যায় ওই শিক্ষিকা। বৃহস্পতিবার ঘটনাটি ঘটেছে ক্যানিংয়ের সেন্ট গ্যাব্রিয়েল অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে।ঘটনার কথা জানতে পেরে শিশুর পরিবারের লোকজন শিশুকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। বর্তমানে ওই শিশু তার নিজের বাড়িতেই রয়েছে। তার দেহের অধিকাংশ জায়গা ফুলেও গিয়েছে।এমন ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই ক্ষোভে ফুঁসছেন এলাকার বাসিন্দা সহ অভিভাবকরা।শুক্রবারও ওই শিশুকে চিকিৎসার জন্য আর একপ্রস্থ ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় । স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে ক্যানিংয়ের গোয়ালা পাড়ার বাসিন্দা দম্পতির বছর সাত বয়সের ছেলে ক্যানিংয়ের সেন্ট গ্যাব্রিয়েল অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীর ছাত্র। বৃহস্পতিবার স্কুলে গিয়েছিল। খেলার সময় অপর এক ছাত্রের পায়ে বেঞ্চ ফেলে দেয়।ওই ছাত্র স্কুলের শিক্ষিকা সুস্মিতা মিদ্দের কাছে অভিযোগ জানায়। অভিযোগ এরপর ক্ষুঁদে ওই ছাত্রকে ডেকে শ্রেণী কক্ষের দরজা বন্ধ করে দেয় শিক্ষিকা।মেঝেতে ফেলে বেধড়ক মারধর করে দুটি লাঠি ভেঙে ফেলেন।পরিস্থিতি বেগতিক বুঝে পালিয়ে যায় স্কুল শিক্ষিকা।আক্রান্ত ছাত্রের পরিবারের লোকজন খবর পেয়ে তাকে উদ্ধার করে। চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যায়।ঘটনা প্রসঙ্গে আক্রান্ত ছাত্রের মা জানিয়েছেন, সুস্মিতা ম্যাডাম প্রতিনিয়ত শিশুদের উপর অত্যাচার করে। বিগত দিনেও এমন কর্মকান্ড একাধিকবার ঘটিয়েছেন।এছাড়াও তিনি হুমকি দিয়ে বলেন যাকে খুশি জানাও।কিচ্ছুটি করতে পারবে না। আমরা ওই শিক্ষিকার শাস্তি চাই। অপর এক ছাত্রের মা রেশমা সেখ জানিয়েছে,সুস্মিতা ম্যাডাম প্রতিনিয়ত ছাত্রছাত্রীদের কে বেধড়ক মারধর করে।ছোটরা যদি কোন অন্যায় করে তাদের অভিভাবক কে জানায় না।বৃহস্পতিবার প্রথম শ্রেণীর এক ছাত্র কে বেধড়ক মারধর করে ফুলিয়ে দিয়েছে।শিশুদের উপর ম্যাডামের এমন অমানবিক অত্যাচার কোন ভাবেই মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। ম্যাডামের শাস্তি চাই।

রেল ও রাজ্যের টানপোড়েনে আটকে আন্ডারপাস তৈরির কাজ

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: রেল ও রাজ্য টানপোড়েনে আটকে আন্ডারপাস তৈরীর কাগ্রামবাসীরা । রেল ও রাজ্যের টানাপোড়েনে আটকে রয়েছে আন্ডারপাস তৈরীর কাজ। রেলের ডি আর এম ও স্থানীয় মহকুমা শাসকের সঙ্গে পৃথক পৃথক ভাবে দেখা করার পরেও আন্ডারপাস তৈরী নিয়ে জট না কাটায় নিজেদের আন্দোলন অব্যাহত রাখার হুশিয়ারি দিলেন রেল পারের ১০ থেকে ১২ টি গ্রামের মানুষ।

দক্ষিণ পূর্ব রেলপথের খড়্গপুর আদ্রা শাখার বিষ্ণুপুর স্টেশনের কাছে ৬০ নম্বর জাতীয় সড়কের লেভেল ক্রসিং তুলে দিয়ে সম্প্রতি উড়ালপুল চালু হয়। এরফলেই চূড়ান্ত সমস্যায় পড়েন রেল পাড়ের দ্বাদশ বাড়ি, কাঁটাবাড়ি, বনকাটি, ঝরিয়া, সেনডাঙ্গা সহ ১০ থেকে ১২ টি গ্রামের মানুষ। স্কুল কলেজের শিক্ষা থেকে শুরু করে স্বাস্থ্য সমস্ত বিষয়েই প্রতিদিন গ্রামগুলির মানুষকে রেল লাইন পারাপার করে যেতে হয় রেল লাইনের অপর পাড়ে থাকা বিষ্ণুপুর শহরে। লেভেল ক্রসিং দিয়ে যাতায়াত বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এখন বিষ্ণুপুর শহরে যাতায়াত করতে গ্রামবাসীদের একমাত্র ভরসা অত্যন্ত দুর্ঘটনাপ্রবণ ও ঘুরপথের উড়ালপুলই। ছাত্র ছাত্রী থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষের অনেকেই দ্রুত শহরে পৌঁছাতে বেছে নিচ্ছেন রেল লাইনের উপর দিয়ে ঝুঁকির রাস্তাকেই। এই পরিস্থিতিতে অবিলম্বে বিষ্ণুপুর স্টেশন লাগোয়া এলাকায় আন্ডারপাস তৈরীর দাবী তুলেছেন ওই ১০ থেকে ১২ টি গ্রামের মানুষ। বুধবার ওই ১০ -১২ টি গ্রামের পড়ুয়া ও সধারণ মানুষ বিষ্ণুপুর স্টেশনে বসে বিক্ষোভও দেখান। সেই সময় রেলের তরফে বিষয়টি নিয়ে আলোচনার আশ্বাস দেওয়া হয়। গতকাল বিষয়টি নিয়ে রেলের আদ্রা ডিভিশনের ডি আর এম এর সঙ্গে আলোচনায় বসেন আন্দোলনকারীরা। রেলের তরফে দাবি করা হয় ওই এলাকায় আন্ডারপাস তৈরির ক্ষেত্রে তাঁদের কোনো সমস্যা নেই। রাজ্য অনুমতি না দেওয়াতেই আন্ডারপাস তৈরীর কাজ শুরু করা যায়নি। এরপরই রাজ্য সরকারের অনুমতির জন্য আন্দোলনকারীরা আজ দেখা করেন বিষ্ণুপুরের মহকুমা শাসকের সঙ্গে। কিন্তু সেখান থেকেও তেমন কোনো আশ্বাস না মেলায় হতাশ আন্দোলনকারীরা নিজেদের আন্দোলন অব্যাহত রাখা এবং আরো তীব্র করার হুঁশিয়ারি দিয়েছে।

ওয়াকফ নিয়ে তৃণমূলের সভায় রেকর্ড কর্মী যাবে বনগাঁ থেকে: ইমরান

এম মেহেদী সানি ● বনগাঁ

আপনজন: প্রস্তাবিত ওয়াকফ (সংশোধনী) বিল ২০২৪ প্রত্যাহারের দাবিতে ইতিমধ্যেই কলকাতায় বিভিন্ন সংখ্যালঘু সংগঠনের পক্ষ থেকে একাধিক প্রতিবাদ সমাবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে । শনিবার রাজ্যের খোদ মুখ্যমন্ত্রী তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকারের আনা ওয়াকফ (সংশোধনী) বিল ২০২৪ বাতিলের দাবিতে পথে নামছে তৃণমূল কংগ্রেস। পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে কলকাতা রাণী রাসমণি রোডে ওই প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হবে। সেই সমাবেশকে সফল করতে এবার আসরে নামলেন মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং। দলীয় কর্মীদের তিনি নির্দেশ দিয়েছেন ওয়াকফ সংশোধনী বিল ২০২৪ বাতিলের দাবিতে ঐক্যবদ্ধভাবে রানি রাসমণি রোডে অনুষ্ঠিত হবে সমাবেশ। কলকাতা-সহ বিভিন্ন জেলা থেকে হাজার হাজার তৃণমূল কর্মী এই সমাবেশে যোগ দেবেন ।

প্রতিবাদ সভা সফল করতে পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি ইটাহারের বিধায়ক মোসারাফ হোসেনের নেতৃত্বে তৎপরতা গ্রহণ করেছেন তৃণমূলের ওই শাখা সংগঠনের জেলা সভাপতিরা। বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা সংখ্যালঘু তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি ইমরান হোসেন বলেন, 'সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী মাননীয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশনায় ও পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে, আমাদের সংগঠনের সভাপতি বিধায়ক মোশারফ হোসেনের আহ্বানে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের অবৈধ ওয়াকফ সংশোধনী বিল-২০২৪ বাতিলের দাবিতে আমরা বনগাঁ থেকে রেকর্ড সংখ্যক কর্মী সমর্থক নিয়ে কলকাতার প্রতিবাদ সভায় উপস্থিত হবো। সভা সফল করতে এবং সাধারণ মানুষকে ওয়াকফ সংশোধনী বিল-২০২৪ সম্পর্কে জানানোর জন্য ইতিমধ্যেই বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা জুড়ে কুড়িটিরও বেশি প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রায় ১০ টি সভায় আমি নিজেই উপস্থিত থেকে সাধারণ মানুষকে প্রতিবাদে সামিল হওয়ার আহ্বান জানিয়েছি।' রানি রাসমণি রোডের ওই সভায় বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা থেকে ২৫ টি বাস সহ ট্রেন এবং ছোট গাড়িতে করে সাধারণ মানুষ ওয়াকফ সংশোধনী বিল ২০২৪ বাতিলের দাবিতে কলকাতায় উপস্থিত হবেন বলে জানান জেলা সভাপতি ইমরান হোসেন। এই সমাবেশে প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত থাকবেন জয়েন্ট পার্লামেন্টারি কমিটির সদস্য সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গে থাকবেন কলকাতা পুরসভার মেয়র তথা পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। মনে করা হচ্ছে ৩০ নভেম্বর রানী রাসমণি রোডের সমাবেশ থেকে ওয়াকফ বিল নিয়ে দলের অবস্থান স্পষ্ট করবেন লোকসভায় তৃণমূলের মুখ্য সচেতক কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় । ইতিমধ্যেই ওয়াকফ বিল নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্তে বিরোধিতা করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভাতেও প্রস্তাবিত ওয়াকফ (সংশোধনী) বিলের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রীর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । এখন দেখার সমাবেশ থেকে তৃণমূল কি বার্তা দেয়।

অর্থের বিনিময়ে বিবাহিত মহিলাদের অবিবাহিত সার্টিফিকেট প্রধানের!

মোহাম্মদ সানাউল্লা ● লোহাপুর

OFFICE OF THE PRODHAN
Bhadrapur-II Gram Panchayat
Under Nalhati-II Development Block
P.O.- KANTAGORIA ○ DIST.- BIRBHUM ○ PIN.- 731237 ○ WEST BENGAL
অবিবাহিত শংসাপত্র

আপনজন: যত রকম দুর্নীতি অপকর্ম নলহাটি ২ নং ব্লক এলাকায়। আবারও রূপশ্রী প্রকল্পের টাকা পাইয়ে দিতে কাগজপত্রে বিবাহিত মহিলাকে অবিবাহিত সাজিয়ে দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ পঞ্চায়েত প্রধানের বিরুদ্ধে। নলহাটি ২ নম্বর ব্লকের ভদ্রপুর ২ নম্বর পঞ্চায়েত প্রধান বিবাহিত মহিলাকে অবিবাহিত বলে টাকার বিনিময়ে অবিবাহিত সার্টিফিকেট দিচ্ছেন বলে অভিযোগ। তার প্রমান সহ প্রশাসনিক দপ্তরে লিখিত অভিযোগ জানালেন পঞ্চায়েত প্রধানের গ্রামের বাসিন্দারা। গতকাল বৃহস্পতিবার বীরভূম জেলাশাসক বিধান রায় ও জেলা পুলিশ সুপার রাজ নারায়ন বসুর কাছে লিখিত অভিযোগ জমা দিয়েছেন তারা। তাদের অভিযোগ রূপশ্রী ও কন্যাশ্রী প্রকল্পের সরকারি টাকা পাইয়ে দিতে অর্থের বিনিময়ে বিবাহিত মহিলাদের অবিবাহিত শংসাপত্র দিয়েছেন তৃণমূল পরিচালিত ভদ্রপুর ২ নং পঞ্চায়েত প্রধান তনুজা খাতুন। ওই পঞ্চায়েতের মোস্তফাডাঙ্গা পাড়া গ্রামের অভিযোগকারী আজাহার আলী, সুজন শেখ রাহুল শেখ এদের অভিযোগ পঞ্চায়েত প্রধান অর্থের বিনিময়ে বিবাহিত মহিলাদের অবিবাহিত শংসাপত্র দিয়েছেন। যাদের অনেকের ২০২১ সালে কারো আবার চার পাঁচ মাস আগে বিয়ে হয়েছে। তাদের বিয়ে রেজিস্ট্রির কাগজ প্রমাণ সহ প্রশাসনিক দপ্তরে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন। সেই সঙ্গে সরকারি টাকা তছরুপ বন্ধ করার পাশাপাশি তদন্ত করে আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার অর্জিও জানিয়েছেন তারা। তবে এই অভিযোগ এই ব্লকে প্রথম নয়। এর আগে ২০২২ সালে এই ব্লকে রূপশ্রী প্রকল্পের জালিয়াতি চক্রের পর্দা ফাঁস হয়েছিল। যদিও তখন উপভোক্তাদের নামে থানায় বিডিওর তরফে লিখিত অভিযোগ করা হয়।শেষমেষ উপভক্তারা টাকা ফেরত দিতে বাধ্য হয়েছেন। কিন্তু সেই দুর্নীতির সঙ্গে যে চক্র জড়িত তাদের বিরুদ্ধে কিন্তু তদন্ত সেই তিমিরই থেকে গিয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন নলহাটি ২ নং পঞ্চায়েত সমিতির বিরোধী দলনেতা কালাম শেখ। তবে এই পঞ্চায়েত প্রধান তনুজা খাতুন তিনি বলেন, অভিযোগকারীরা পারিবারিক আক্রোশের জেরেই চক্রান্ত করে ফাঁসানোর ষড়যন্ত্র করেছে বলে অভিযোগ তোলেন। তবে তিনি কতটা নিয়ম মেনে সার্টিফিকেট প্রদান করেছেন তার তদন্ত করে দেখছেন নলহাটি ২ ব্লকের বিডিও রজত রঞ্জন দাস সহ বীরভূম জেলা প্রশাসনিক কর্তারা।

চিকিৎসকের বাড়ি থেকে চুরি যাওয়া সোনার গয়না উদ্ধার

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: চিকিৎসকের বাড়ি থেকে চুরি যাওয়া সোনার গয়না উদ্ধার। ঘটনায় আটক একজন। বালুরঘাট থানার পুলিশের তরফে চুরি যাওয়া ঐ সোনা গুলি উদ্ধার করা হয়। শুক্রবার এ বিষয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করেন ডিএসপি সদর বিক্রম প্রসাদ। জানা গিয়েছে, দিন কয়েক আগে বালুরঘাট সদর হাসপাতালের চিকিৎসক ডক্টর অর্ণব সরকারের বাড়ি থেকে চুরি হয়ে যায় প্রায় ১০ লক্ষ টাকার সোনার গহনা। এরপরই চলতি মাসের ১৭ তারিখ বালুরঘাট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন চিকিৎসক অর্ণব সরকার। তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে ওই চিকিৎসকের বাড়িতে পরিচারিকার কাজ করা এক মহিলা এই চুরির ঘটনার সঙ্গে যুক্ত। পরে ওই পরিচারিকাকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই জেরায় তিনি স্বীকার করেন চুরির বিষয়ে। ধৃতকে এদিন সাত দিনের পুলিশে হেফাজত চেয়ে বালুরঘাটে অবস্থিত দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা আদালতে তোলা হয় বালুরঘাট থানার পুলিশের তরফে। ডিএসপি (হেডকোয়ার্টার) বিক্রম প্রসাদ জানান, 'চিকিৎসকের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে আমরা তদন্ত শুরু করি।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

অনাথ শিশুরা পেল মানবতার শীতবস্ত্র

নিজস্ব প্রতিবেদক ● রাযদিঘি

আপনজন: দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সুন্দরবন এলাকার রায়দিঘি থানার প্রত্যন্ত গ্রাম চৌদ্দরশীতে রহমাতিয়া আবাসিক বালিকা মাদ্রাসায় ছাত্রীদের মধ্যে বেশ কিছু অনাথ ও অসহায় পরিবারের শিশুরা পড়াশোনা করে। ছাত্রীদের এই শীতে তাদের শীত বস্ত্র ঠিকমত না থাকায় সমস্যা হচ্ছিল। তাদের জন্য নিয়মিত অসহায়ের পাশে থাকা দক্ষিণ ২৪ পরগনার সমাজকল্যাণমূলক সংস্থা মানবতা তুলে দিলো চল্লিশ টি শীতবস্ত্র। যাদের মধ্যে ৩৬ জন এতিম ও ৪ জন অসহায় পরিবারের সন্তান। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মানবতা'র সাধারণ সম্পাদক জুলফিকার আলী পিয়াদা, সদস্য ডা: মুজাহিদুল ইসলাম, গ্রামীণ চিকিৎসক আসরাফুল সরদার, অরভিনা পারভিন,বাবুসোনা মোল্লা। এছাড়া দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার সংখ্যালঘু অধ্যুষিত প্রত্যন্ত এলাকা বকুলতলা তে একটি অনুষ্ঠানে যোগ দেন মানবতা'র সাধারণ সম্পাদক জুলফিকার আলী পিয়াদা ও সদস্যরা। সেখানে এলাকার মানুষের কাছে জানতে পেরে কাল বিলম্ব না করে তৎক্ষণাৎ এখানকার এতিম চার পড়ুয়ার দায়িত্ব ভার নিজেদের কাঁধে তুলে নেন।

হাওড়ায় নিজের শিশু কন্যাকে খুন করলেন মা ও তার প্রেমিক

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: নিজের তিন বছরের কন্যাকে হত্যার অভিযোগ উঠলো মা এবং তার প্রেমিকের বিরুদ্ধে । পারিবারিক কলহ এবং সম্পর্কের টানাপোড়ন থেকে ঘটেছে এই মর্মান্তিক ঘটনা। ঘটনাটি ঘটেছে কলকাতা সংলগ্ন হাওড়া এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, দৌলতাবাদের ১৪ মাইল এলাকায় হাসিবুর রহমান এবং সঞ্জিতা খাতুনের বিয়ে হয় চার বছর আগে। হাসিবুর রহমান পেশায় রাজমিস্ত্রির কাজ করতো। তাঁর স্ত্রী সঞ্জিতা খাতুনের বাড়ি হেরামপুর অঞ্চলের দীঘলকান্দি কাঞ্চনপুর এলাকায় বলে জানা যায়। তাঁদের সংসারে ছোট্ট মেয়ে হাসিনা খাতুন (সামিমা) এর জন্ম হয়। বিয়ের পর তাঁদের সংসার বেশ ভালোভাবেই চলতো। তার মধ্যেই মৃত হাসিনা খাতুনের মা সঞ্জিতা খাতুনের ভালোবাসা শুরু হয় দৌলতাবাদের ছয়ঘরী এলাকার মন্টু সেখের সাথে। প্রেমিক মন্টু সেখও পেশায় রাজমিস্ত্রি, দেশে এবং বিদেশে কাজ করে। তাঁদের ভালোবাসার পর থেকেই নিজের পরিবারে ধরে ফাটল। দীর্ঘদিন ধরেই মা সঞ্জিতা খাতুন এবং তার প্রেমিক মন্টু সেখ -এর মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে পারিবারিক অশান্তি চলছিল। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে প্রায় বচসা বেঁধেই থাকতো। এমন ঘটনার সূত্রপাত ছয় মাস আগে থেকে বলে জানিয়েছে হাসিবুর রহমানের বাবা, মা এবং স্থানীয়রা। এছাড়াও আরও জানা যায়, ছয় মাস আগে থেকে সঞ্জিতা খাতুন নিজের বাবার বাড়ি চলে যায়। সেখান থেকে আর স্বামীর বাড়ি ফেরেন নি। বৃহস্পতিবার প্রেমিক মন্টু সেখের সাথে সকালবেলায় হাওড়া যাওয়ার পর, রাত্রে দুজনের চক্রান্তে নিজের মেয়েকে শ্বাস রোধ করে খুন বলে অভিযোগ উঠে আসে। ঘটনাস্থলে হাওড়া থানার পুলিশ গিয়ে হাসিনা খাতুনকে হসপিটালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করে। ঘটনার খবর ফোন করে জানানো হয় পরিজনদের। মৃত হাসিনা খাতুনের বাবা এবং পরিজনেরা সেখানে গিয়ে হাওড়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। মেয়েটির মৃত্যুর সঠিক কারণ জানতে ময়নাতদন্ত করার পর শুক্রবার নিজের গ্রামে শেষ কাজ সম্পন্ন হবে বলে জানা যায়। ঘটনাটির পূর্ণ তদন্ত শুরু করেছে হাওড়া থানার পুলিশ।

১৬ টন ধান বাজেয়াপ্ত পুলিশের

রাকিবুল ইসলাম ● রানীতলা

আপনজন: সম্প্রতি এবছর নতুন করে শুরু হয়েছে ধান কেনার কাজ। আর তাতেই দাদালদের আগমন শুরু হয়েছে। কিন্তু অবৈধভাবে ধান বেচতে যাবার সন্দেহে ১৬ টন ধান বাজেয়াপ্ত করল পুলিশ। বুধবার রাতের সুযোগে বাইরে থেকে ধান ঢুকছে এমন খবর পৌছায় পুলিশের কাছে। সেইমতো মুর্শিদাবাদের রানীতলা থানার দিয়ারাপাড়া মোড় সংলগ্ন এলাকায় আগেই পৌছে গেছিল পুলিশ। তিনটি লছিমন ভ্যানকে আটকে অভিযান চালাতেই ১৬ টন ধান উদ্ধার করল পুলিশ। গ্রেফতার করা হয় তিনজনকে। পুলিশ সূত্রে খবর, কোনো ধরণের কাগজপত্র ছাড়াই তিনটি লছিমন ভ্যান বোঝাই করে পলসন্ডার দিক থেকে রানীতলা থানা এলাকায় ধান বিক্রি করতে আসছিল বলে খবর। আর তখনই গোপন খবরের ভিত্তিতে রানীতলা থানার ওসি মোঃ খুরশিদ আলমের নেতৃত্বে বিশাল পুলিস বাহিনী অভিযান চালিয়ে ১৬ টন ধান, লছিমন গাড়ি সহ তিনজনকে গ্রেফতার করে। দিয়াড়পাড়া এলাকার ঘটনায় পুলিশকে সাধুবাদ জানাযন স্থানীয়রা।

বাংলাদেশে শান্তি কামনায় ডেপুটি হাইকমিশনে স্মারকলিপি প্রদান

রফিকুল হাসান ● কলকাতা

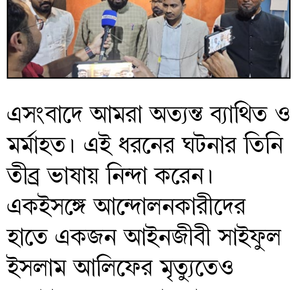

আপনজন:বাংলাদেশের বর্তমান উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন সারা বাংলা সংখ্যালঘু যুব ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ কামরুজ্জামান। শুক্রবার যুব ফেডারেশনের এক প্রতিনিধিদল বাংলাদেশ ডেপুটি হাইকমিশনে স্মারকলিপি দিয়ে অবিলম্বে বাংলাদেশে শান্তি ফেরানোর দাবি জানিয়েছেন। কামরুজ্জামান সাংবাদিকদের বলেন সম্প্রতি আমরা বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমের দ্বারা জানতে পারলাম বাংলাদেশের সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ নানাভাবে অত্যাচারিত হচ্ছেন। এসংবাদে আমরা অত্যন্ত ব্যাথিত ও মর্মাহত। এই ধরনের ঘটনার তিনি তীব্র ভাষায় নিন্দা করেন। একইসঙ্গে আন্দোলনকারীদের হাতে একজন আইনজীবী সাইফুল ইসলাম আলিফের মৃত্যুতেও সংখ্যালঘু যুব ফেডারেশন শোকাহত প্রকাশ করেন। তিনি আরো বলেন একজন সন্ন্যাসীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধর্মীয় ব্যক্তিত্বদের অসম্মান করা আমরা সমর্থন করি না। আবার জনৈক সন্ন্যাসীর সমার্থক আন্দোলনকারীদের হাত থেকে তরুণ আইনজীবীকে বাংলাদেশ পুলিশ প্রশাসন বাঁচাতে ব্যর্থ হওয়া এটা নিশ্চয়ই অশুভ ইঙ্গিত। ডক্টর ইউনুস এর ভূমিকার প্রশংসা করে বলেন কয়েক মাস আগে বাংলাদেশের রাজনৈতিক পট-পরিবর্তনের পরে যেভাবে মাদ্রাসার ছাত্ররা ও মুসলিম সম্প্রদায়ের ধর্মপ্রাণ মানুষ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান মন্দির গুলোকে রাত জেগে পাহারা দিয়েছিলেন, তার ছবি সামাজিক মাধ্যমে দেখে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি।

প্রথম নজর

বিশ্বের সবচেয়ে বড় সাউন্ড সিস্টেম রয়েছে মক্কার মসজিদুল হারামে

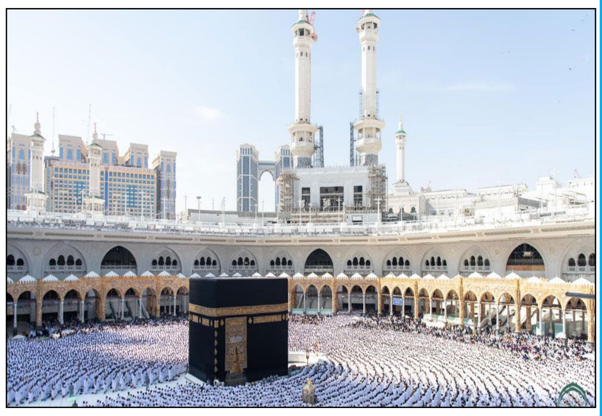

আপনজন ডেস্ক: বিশ্বের লাখো মুসলমান হজ ও ওমরার জন্য বছরের বিভিন্ন সময় মসজিদে হারামে অবস্থান করেন। এ ছাড়াও বিভিন্ন দেশের মানুষ নানা সময় পবিত্র কাবা পরিদর্শন করেন। প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করেন লাখো মুসল্লি। গোটা দুনিয়ার মুসলমানদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ একটি স্থান মসজিদে হারাম। বিশ্বে এর সাউন্ড সিস্টেম সবচেয়ে বড়।
মসজিদে হারামে ১২০ জন টেকনিক্যাল প্রকৌশলী রয়েছেন। প্রায় আট হাজার স্পিকার রয়েছে। এসব নিয়ন্ত্রণের জন্য রয়েছে ছয়টি কন্ট্রোল রুম। এ ছাড়াও শতাধিক মাইক্রোফোন ব্যবহৃত হয়ে মসজিদে হারামে। প্রায় সাড়ে ছয়শ বর্গমিটার এলাকাজুড়ে বিস্তৃত এই সাউন্ড সিস্টেম।

নিলামে ৭২ কোটিতে কেনা কলা খেয়ে ফেললেন ক্রেতা

আপনজন ডেস্ক: গত সপ্তাহে ধূসর রঙের স্কচটেপ লাগানো একটি ‘কলার শিল্পকর্ম’ ৬ দশমিক ২ মিলিয়ন ডলারে বিক্রি হয়। বাংলাদেশি মুদ্রায় যা ৭২ কোটি টাকারও বেশি। অবাক করা তথ্য হলো নিউইয়র্কের ম্যানহাটন শহরের এক বাংলাদেশি ফল ব্যবসায়ীর কাছ থেকে মাত্র ৩৫ সেন্ট (৪২ টাকায়) কলাটি কেনা হয়। এরপর দেওয়ালে স্কচটেপের মাধ্যমে সেঁটে দিয়ে এটিকে দেওয়া হয় ‘শিল্পকর্মের’ খেতাব।
নিলামের মাধ্যমে এই ‘শিল্পকর্ম কলাটি’ কেনেন চীনা বংশোদ্ভূত ক্রিপ্টোকারেন্সি ব্যবসায়ী জাস্টিন মুন। ওই সময় তিনি জানান কলাটি তিনি খেয়ে ফেলবেন।
নিজের দেওয়া সেই কথা রেখেছেন জাস্টিন মুন। তিনি ৭২ কোটি টাকায় কেনা সেই কলাটি সত্যিই খেয়ে ফেলেছেন।
ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি শুক্রবার (২৯ নভেম্বর) জানিয়েছে, তিনি হংকংয়ে সংবাদ সম্মেলন ডেকে সাংবাদিকদের সামনে কলাটি খেয়েছেন।
২০১৯ সালে সর্বপ্রথম এই অদ্ভুত শিল্পকর্মটি সামনে আসে। এটি তৈরি করেন মারিজিও ক্যাটেলান। যখনই কোনো প্রদর্শনীতে এই ‘শিল্পকর্মটি’ নিয়ে যাওয়া হয় তার আগে কলাটি পরিবর্তন করা হয়।
চীনা বংশোদ্ভূত জাস্টিন সান মূলত এই অদ্ভুত শিল্পকর্মটির প্রদর্শনীর স্বত্ব কিনেছেন। কীভাবে এটি প্রদর্শন করতে হবে সেই ব্যাপারেও তাকে একটি নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। গত সপ্তাহে শিল্পকর্মটি নিলামে তোলার আগে সেখানে নতুন কলা নেওয়া হয়। আর এই কলাটি এক বাংলাদেশির কাছ থেকে ৪২ টাকায় কেনা হয়।
এর আগেই এই শিল্পকর্মের প্রদর্শনীতে রাখা কলা খেয়ে ফেলার ঘটনা ঘটেছিল। প্রথমবার ২০১৯ সালে একজন পারফরমেন্স আর্টিস্ট। দ্বিতীয়বার ২০২৩ সালে দক্ষিণ কোরিয়ার এক শিক্ষার্থী কলাটি দেওয়াল থেকে খুলে খেয়ে ফেলেন। তবে এরজন্য ৭২ কোটি টাকা তো দূরের কথা এক টাকাও তাদের দিতে হয়নি।
জাস্টিন সান একটি প্রতিষ্ঠান চালান যেটির ব্যবহারকারীরা ক্রিপ্টোকারেন্সিতে ব্যবসা করতে পারেন। ধারণা করা হচ্ছে নিজের প্রতিষ্ঠানের প্রচার-প্রচারণার স্বার্থে তিনি হয়ত কলাটি এত দাম দিয়ে কিনেছেন।

ইন্দোনেশিয়ার সুমাত্রায় বন্যা ও ভূমিধসে ২৭ জনের মৃত্যু

আপনজন ডেস্ক: ইন্দোনেশিয়ার উত্তর সুমাত্রা প্রদেশে বন্যা ও ভূমিধসে অন্তত ২৭ জনের প্রাণহানি হয়েছে। এছাড়া কাদার নিচে চাপা পড়েছে অনেক ঘরবাড়ি ও যানবাহন। চাপা পড়াদের সন্ধানে উদ্ধার তৎপরতা চলছে। উত্তর সুমাত্রার একজন সরকারি কর্মকর্তার বরাতে এই তথ্য জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম রয়টার্স। উত্তর সুমাত্রা প্রদেশে গত সপ্তাহ থেকে প্রবল বৃষ্টিপাত অব্যাহত রয়েছে। যে কারণে প্রদেশের চারটি জেলায় আকস্মিক বন্যা ও ভূমিধসের ঘটনা ঘটে বলে জানিয়েছে দেশটির দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সংস্থা।
উত্তর সুমাত্রা পুলিশের মুখপাত্র হাদি ওয়াহইউদি জানান, বুধবার ডেলি সেরদাংয়ের একটি গ্রামে ভূমিধসে অন্তত ৭ জন নিহত হয়েছে। এ ছাড়া আহত ও নিখোঁজ অনেকে। প্রদেশের অন্যান্য এলাকায় তল্লাশি চালিয়ে অন্তত ২০ জনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।
হাদি ওয়াহইউদি আরো বলেন, আমরা নিখোঁজ ব্যক্তিদের উদ্ধার এবং ভূমিধসে ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তাঘাট পরিষ্কার করার ওপর জোর দিচ্ছি।
উত্তর সুমাত্রার একটি পাহাড়ি আন্তঃপ্রদেশ সড়কে কাদার নিচে মিনিবাস ও অন্যান্য যানবাহন চাপা পড়েছে। এসব যানবাহনে আটকা পড়া যাত্রীসহ নিখোঁজদের সন্ধানে উদ্ধার অভিযান চালাচ্ছেন উদ্ধারকর্মীরা। ভূমিধস ও আকস্মিক বন্যায় ঘরবাড়ি, মসজিদ ও ফসলের ক্ষেত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।
প্রবল বৃষ্টিপাতের কারণে প্রাদেশিক রাজধানী মেদানেও বন্যা দেখা দিয়েছে। এমন পরিস্থিতির মধ্যে ইন্দোনেশিয়ার আবহাওয়া সংস্থা সতর্ক বার্তা দিয়েছে, চলতি বছরের শেষ দিকে দেশজুড়ে চরম বৈরী আবহাওয়া দেখা দিতে পারে। দেশটিতে বৃষ্টিপাত বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে বলেও সতর্ক বার্তা দেওয়া হয়।

মোসাদের হয়ে গুপ্তচরবৃত্তি, তুরস্কে বিচারের মুখোমুখি ৭ জন

আপনজন ডেস্ক: ইসরায়েলি গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদের হয়ে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে তুরস্কে সাত জনের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। এদের প্রত্যেকের ৪৫ বছর করে কারাদণ্ড চেয়েছেন ইস্তাম্বুলের প্রসিকিউটর।
স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার (২৮ নভেম্বর) ইস্তাম্বুলের পাবলিক প্রসিকিউটর ‘ধারাবাহিকভাবে রাজনৈতিক বা সামরিক গুপ্তচরবৃত্তির’ অভিযোগে এই সাত জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন।
অভিযোগে বলা হয়েছে, সন্দেহভাজন হামজা তুরহান আইবার্ক, ফুন্দা কাদায়িফাওগলু, এরকান কামা, ওমর বুরাক গেজার, ইসমাইল কায়া, মেহমেত ইয়েতিমোভা এবং ওজকান শাহিনকে মোসাদ এজেন্টদের কাছে তথ্য বিক্রি করেছেন। এর দায়ে ১৮ থেকে ৪৫ বছরের কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে তাদের।
তদন্তে দেখা গেছে, ২০১৯ সালে ‘ভিক্টোরিয়া’ নামের ইসরায়েলি গোয়েন্দা সংস্থার একজনের সঙ্গে প্রথম যোগাযোগ করেন আইবার্ক। তিনি ২০১৯ সালে সার্বিয়ার বেলগ্রেডে ভিক্টোরিয়ার সাথে ব্যক্তিগতভাবে বৈঠক করেন। এ সময় তাকে আরও দু’জন মোসাদ এজেন্টের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়।
অভিযোগপত্রে বলা হয়, মোসাদ যেসব ব্যক্তি ও কোম্পানিকে ইসরায়েলের পররাষ্ট্রনীতি ও জাতীয় স্বার্থের বিরুদ্ধে হুমকি বলে মনে করে, সেগুলোর বিরুদ্ধে তদন্ত করতে আইবার্ককে নির্দেশ দেয়। ‘মার্ক’ নামে আরেকজন মোসাদ এজেন্ট আইবার্ককে দুবাই, ইরাক এবং দক্ষিণ আফ্রিকার সংযোগ খুঁজে বের করার আহ্বান জানিয়েছিল। এ সংশ্লিষ্ট নির্দিষ্ট ব্যক্তিদের সম্পর্কে তথ্য এবং নথি পাওয়ার আদেশ দেওয়া হয়েছিল। বিনিময়ে তাকে ক্রিপ্টোকারেন্সিতে প্রচুর পরিমাণে অর্থ প্রদান করা হয়েছিল।
অভিযোগ অনুযায়ী, আইবার্কের মোট ৯৮টি অ্যাকাউন্ট ছিল, যার মধ্যে ৬৩টি সক্রিয় ছিল তুর্কি ব্যাংকে। এই অ্যাকাউন্টগুলোতে ২০১৯-২০২৩ এর মধ্যে মোট ১ লাখ ১৮ হাজারের বেশি মার্কিন ডলার লেনদেন দেখা গেছে। সন্দেহভাজন ব্যক্তি নিজেই ভিক্টোরিয়ার সাথে দেখা করার কথা স্বীকার করেছেন। আইবার্ক আরও নিশ্চিত করেছেন, তিনি আইনি পথ এড়াতে মোসাদকে বিটকয়েনে অর্থ প্রদান করতে বলেছিলেন।
ফিলিস্তিন-ইসরায়েল সংঘাত যখন তুঙ্গে, তখন তুরস্ক দেশটিতে মোসাদ পরিচালিত বেশ কয়েকটি নেটওয়ার্কের সন্ধান পেয়েছে। গত জানুয়ারি থেকে কর্তৃপক্ষ ইসরায়েলের মোসাদের সঙ্গে সম্পর্ক থাকার সন্দেহে কয়েক ডজন লোককে গ্রেপ্তার করেছে। তাদের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। গত মার্চে ছয়জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করা হয়।
তাদের বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনিদের, বিশেষ করে প্রতিরোধ গোষ্ঠী হামাসের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের ওপর গুপ্তচরবৃত্তির জন্য তুর্কি নাগরিক এবং দেশটিতে বসবাসরত অন্যান্য জাতীয়তার লোকদের নিয়োগের অভিযোগ আনা হয়েছে। মোসাদ তুরস্কে বসবাসরত বিদেশিদের বিরুদ্ধে অভিযানের অংশ হিসেবে তুরস্কে ফিলিস্তিনি ও সিরিয়ার নাগরিকদেরও নিয়োগ দিয়েছে বলে জানা গেছে।

পদত্যাগের ইঙ্গিত দিলেন ইসরাইলি সেনাপ্রধান

আপনজন ডেস্ক: গত বছরের ৭ অক্টোবরের হামলার বিষয়ে তদন্ত শেষে পদত্যাগ করতে পারেন ইসরাইলি সেনাপ্রধান হার্জি হালেভি। শুক্রবার সেনাকর্মাকর্তাদের সাথে এক বৈঠকে এমন ইঙ্গিত দেন তিনি।
সেনাপ্রধান হালেভি বলেন, গত বছরের ৭ অক্টোবরের হামলার বিষয়ে সামরিক বাহিনীর তদন্ত শেষ হলে আমার ব্যক্তিগত বিষয়েও সিদ্ধান্ত নেব আমি। আমার পরে আমার পরের কমান্ডাররা দায়িত্ব পালন করবেন। যদি সঠিক বিষয়টি আমাদের কাছে প্রতিভাত হয়ে যায়, তাহলে নিজের বিষয়ে সিদ্ধান্তে আর পাশ কাটিয়ে যাব না।
তবে এ সময় কোনো কোনো কর্মকর্তা তাকে বুঝাতে চেষ্টা করেছেন যে ৭ অক্টোবরে নিজের ব্যর্থতার দায় নিয়ে এমন সিদ্ধান্ত নেয়াটা তার জন্য সমুচিত হবে না।
এদিকে, চলতি সপ্তাহে দু’জন কমান্ডার নিয়োগ দিতে চেয়েছিলেন হালেভি। কিন্তু তাদের নিয়োগ আটকে দেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইসরাইল কাৎজ। তিনি বলেন, গত ৭ অক্টোবরের বিষয়ে তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত ওই দু’জনকে নিয়োগ দেয়া যাবে না। তবে তাদের বাইরে প্রায় ৪০ জনের নিয়োগ অনুমোদন করেছেন তিনি।
তবে ওই দুই কর্মকর্তার নিয়োগ বাস্তবায়নেই বেশি জোর দিচ্ছেন সেনাপ্রধান। তিনি শুক্রবার কমান্ডারদের কাছে পাঠানো একটি চিঠিতে বলেন, অফিসার নিয়োগে তার অধিকার রয়েছে।
তিনি আরো বলেন, গত ৭ অক্টোবরে প্রতিরক্ষা ব্যর্থতার কারণে তাদের নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়ে সমালোচনা শোনা যাচ্ছে। তবে এটি মনে রাখতে হবে যে অফিসারদের নিয়োগ কোনো বিশেষাধিকার নয়। বরং একটি কমান্ড এবং অপারেশনাল দায়িত্ব। চিফ অফ স্টাফ হিসেবে আমিই সেই ব্যক্তি, যে দায়িত্বের জটিলতা নিরূপণ করে, সেনাদেরকে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠায়। আইডিএফ যাতে জয়লাভ করে, নিরাপত্তা প্রদান করে এবং তার মিশনগুলো পূরণ করে, তা নিশ্চিত করা আমারই দায়িত্ব। যেমন পরবর্তী ভূমিকার জন্য অফিসার নিয়োগ ও তাদের কমান্ডিং আমার দায়িত্ব।

আগুন থেকে বায়ু দূষণে বছরে ১.৫ মিলিয়ন লোকের মৃত্যু

আপনজন ডেস্ক: আগুন থেকে সৃষ্ট বায়ু দূষণে বিশ্বব্যাপী বছরে ১.৫ মিলিয়নেরও বেশি লোকের মৃত্যু ঘটে। এ মৃত্যুর বেশিরভাগই উন্নয়নশীল দেশগুলোতে ঘটে। নতুন এক গবেষণায় একথা বলা হয়েছে। দ্য ল্যানসেট জার্নালের সমীক্ষা অনুসারে, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে দাবানল আরও ঘন ঘন ও তীব্র হওয়ার কারণে এ মৃত্যুর সংখ্যা আগামী বছরগুলোতে বাড়বে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।
গবেষকদের আন্তর্জাতিক দল ‘ল্যান্ডস্কেপ ফায়ার’-এর পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, প্রাকৃতিকভাবে ছড়িয়ে পড়া দাবানল ও চাষের জমিতে নিয়ন্ত্রিতভাবে মানব সৃষ্ট আগুন, উভয়ই এ দূষণের জন্য দায়ী।
প্যারিস থেকে বার্তা সংস্থা এএফপি একথা জানিয়েছে। গবেষকরা জানান, ২০০০ সাল থেকে ২০১৯ সালের মধ্যে হৃদরোগের কারণে বছরে প্রায় ৪৫০,০০০টি মৃত্যু ঘটে। এই মৃত্যুগুলোর সঙ্গে আগুন-সম্পর্কিত বায়ু দূষণ দায়ী। শ্বাসযন্ত্রের রোগে আরো ২,২০,০০০ মানুষের মৃত্যুর জন্য আগুনের মাধ্যমে বাতাসে ছড়িয়ে পড়া ধোঁয়া ও কণাকে দায়ী করা হয়েছে। সমীক্ষা অনুসারে, বিশ্বজুড়ে বছরে মোট ১.৫৩ মিলিয়ন মৃত্যুর জন্য আগুনের কারণে সৃষ্ট বায়ু দূষণ দায়ী। এতে আরো বলা হয়, এ মৃত্যুর ৯০ শতাংশেরও বেশি নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশগুলোতে হয়েছে। কেবল সাব-সাহারান আফ্রিকায় প্রায় ৪০ শতাংশ মৃত্যু ঘটেছে।
চীন, গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র কঙ্গো, ভারত, ইন্দোনেশিয়া ও নাইজেরিয়ায় সবচেয়ে বেশি মৃত্যুর সংখ্যা রয়েছে। গবেষণা প্রতিবেদনটিতে উত্তর ভারতে বেআইনিভাবে খামারের জমিতে রেকর্ড পরিমাণ পুড়িয়ে ফেলার কারণে সৃষ্ট ক্ষতিকারক ধোঁয়াশাকে বায়ু দূষণের জন্য আংশিকভাবে দায়ী করা হয়েছে। যার ফলে সম্প্রতি রাজধানী নয়াদিল্লির বায়ুমন্ডলে ব্যাপক দূষণ দেখা দেয়।
ল্যানসেট স্টাডির লেখকরা ল্যান্ডস্কেপ দাবানলে বিপুল মৃত্যুর সংখ্যা মোকাবিলায় ‘জরুরি পদক্ষেপ’ গ্রহণ করার আহ্বান জানিয়েছেন। প্রতিবেদনটিতে ধনী ও দরিদ্র দেশগুলোর মধ্যে অধিকতর ‘জলবায়ু বৈষম্য’কে তুলে ধরা হয়। এখানে দেখানো হয়েছে, বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধিতে যারা সবচেয়ে কম অবদান রেখেছে, তারাই সবচেয়ে বেশি ভুগছে।
কিছু উপায় মানুষ আগুন থেকে ধোঁয়া এড়াতে পারে।
যেমন এলাকা থেকে দূরে সরে যাওয়া, এয়ার পিউরিফায়ার ও মাস্ক ব্যবহার করা,বা বাড়ির ভিতরে থাকা। তবে এ পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা গরীব দেশগুলোর মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় বলে গবেষকরা উল্লেখ করেছেন। তাই তারা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলির মানুষের জন্য আরও আর্থিক ও প্রযুক্তিগত সহায়তার আহ্বান জানিয়েছে।
সমীক্ষাটি জাতিসংঘের জলবায়ু আলোচনার এক সপ্তাহ পরে প্রকাশিত হয়, যেখানে প্রতিনিধিরা জলবায়ু তহবিল বৃদ্ধিতে সম্মত হয়েছিল। উন্নয়নশীল দেশগুলো এ তহবিলকে অপর্যাপ্ত বলে সমালোচনা করে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

জর্জিয়ায় বিক্ষোভ দমাতে কাঁদানে গ্যাস, আটক ৪৩

আপনজন ডেস্ক: ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) সদস্য হওয়ার আলোচনা স্থগিত করার ঘোষণা দিয়েছেন জর্জিয়ার প্রধানমন্ত্রী ইরাকলি কোবাখিদজে।
বৃহস্পতিবার তার এ ঘোষণার পর বিক্ষোভ দেখিয়েছেন দেশটির নাগরিকরা। বিক্ষোভ দমাতে কাঁদানে গ্যাস ছুড়েছে পুলিশ। আটক করা হয়েছে ৪৩ জনকে।
জর্জিয়ার প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছিলেন, ইইউর সদস্য হওয়ার আলোচনা ২০২৮ সাল পর্যন্ত স্থগিত করা হয়েছে। তার এই ঘোষণার পর রাজধানী তিবিলিসিসহ জর্জিয়ার অন্যান্য শহরে বৃহস্পতিবার বিক্ষোভ হয়। এএফপির খবরে বলা হয়েছে, বিক্ষোভ থামাতে বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত ও শুক্রবার সকালে পুলিশ কাঁদানে গ্যাস ও জলকামান ব্যবহার করে।
এ সময় মুখোশ পরা পুলিশ রাবার বুলেটও নিক্ষেপ করে এবং বিক্ষোভকারী ও সাংবাদিকদের মারধর করা হয়। দেশটির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দেওয়া তথ্যমতে, তাদের ৩২ জন কর্মী আহত হয়েছেন। বিক্ষোভের ঘটনায় ৪৩ জনকে আটক করা হয়েছে। জার্মান সংবাদমাধ্যম ডয়চে ভেলে বলছে, জর্জিয়ার ৮০ শতাংশ মানুষ ইইউর সদস্য হতে আগ্রহী বলে জরিপে দেখা গেছে। পূর্ব ইউরোপের এই দেশটির প্রায় ৯০ জন কূটনীতিকও প্রধানমন্ত্রী কোবাখিদজের ঘোষণার বিরোধিতা করে বিবৃতি দিয়েছেন।
জর্জিয়ায় গত ২৬ অক্টোবর অনুষ্ঠিত সংসদীয় নির্বাচনে ‘ব্যাপক অনিয়ম’ হয়েছে বলে বৃহস্পতিবার ইউরোপীয় সংসদে একটি প্রস্তাব পাস হয়। এতে আগামী এক বছরের মধ্যে আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকদের উপস্থিতিতে জর্জিয়ায় আবার নির্বাচন আয়োজনের আহ্বান করা হয়। এছাড়া জর্জিয়ার প্রধানমন্ত্রীসহ কয়েকজন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞারও প্রস্তাব করা হয়।

বিজ্ঞপ্তি

আমি সেখ মোহাম্মদ আলিম পিতা সেখ মোরসেলিম আলি গ্রাম হোসেনপুর পোস্ট কামারকুন্ডু থানা সিঙ্গুর জেলা হুগলি এর স্থায়ী বাসিন্দা, আমি ব্লক সিঙ্গুর মৌজা ভোলা মৌজা নম্বর ৫৫ দাগ নম্বর ৮৫৭ শালী জমি ১৬৪২ খতিয়ান ভুক্ত সেখ হিসাব উদ্দিন এর ৪ শতক এবং ১৬৪৩ খতিয়ান ভুক্ত সেখ কামাল উদ্দিনের ৪ শতক এবং 1444 খতিয়ান ভুক্ত সেখ সামসুদ্দীনের ৪ শতক মোট ১২ শত সম্পত্তি আমি বাইনামা চুক্তিপত্র করিয়াছি এই জমিতে আমি ক্রয় করব যদি কারো কোন আপত্তি থাকে আমাকে আগাম জানাইলে আমি উপকৃত হইব এবং রেজিস্ট্রি হওয়ার পর যদি কারো কোন রকম আপত্তি থাকে তা আমি মানতে বাধ্য থাকিব না

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.৩৪মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৪.৫৬মি.

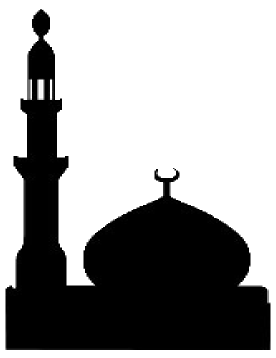

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.৩৪	৫.৫৯
যোহর	১১.৩০	
আসর	৩.১৫	
মাগরিব	৪.৫৬	
এশা	৬.১০	
তাহাজ্জুদ	১০.৪৪	

ইসলামি বিশ্বকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার তাগিদ এরদোগানের

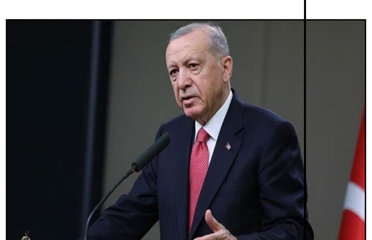

আপনজন ডেস্ক: তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোগান ইসলামি দেশগুলোকে একত্রিত হয়ে গাজায় ইসরাইলের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।
শুক্রবার আল জাজিরার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এরদোগান উল্লেখ করেছেন, তুরস্ক ইসলামি বিশ্বের পক্ষ থেকে ঐক্যবদ্ধ পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তিনি বলেছেন, ‘আমরা গাজা ও লেবাননের জনগণকে সাহায্য অব্যাহত রেখেছি’।
এরদোগান উল্লেখ করেছেন, তুরস্ক ফিলিস্তিনিদের জন্য সর্বাধিক সাহায্য প্রদানকারী দেশগুলোর একটি। সেই সঙ্গে তুরস্ক ইতোমধ্যে গাজা ও লেবাননে ইসরাইলের আক্রমণের বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দা জানিয়েছে।
রয়টার্সের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, তুরস্ক এর আগেও হামাসের সঙ্গে একটি সম্ভাব্য যুদ্ধবিরতি নিয়ে আলোচনা করেছে এবং তাদেরকে এই প্রক্রিয়া এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সুপারিশ দিয়েছে।
এরদোগানের এই বক্তব্য তার অঞ্চলে ইসলামি দেশগুলোর মধ্যে ঐক্যবদ্ধ পদক্ষেপ নেওয়ার গুরুত্বের ওপর জোর দেয়। গাজা ও লেবাননে চলমান সংঘাতকে কেন্দ্র করে এই আহ্বান নতুন করে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে এসেছে।

দক্ষিণ কোরিয়ায় থামেনি ভারী তুষারপাত, মৃত্যু বেড়ে ৫

আপনজন ডেস্ক: ভারী তুষারপাতে দক্ষিণ কোরিয়ার এখন পর্যন্ত ৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। গত দুই দিনে দেশটির রাজধানী সিউলসহ বেশ কয়েকটি এলাকায় ৪০ সেন্টিমিটারেরও বেশি তুষারপাতের রেকর্ড করা হয়েছে।
দক্ষিণ কোরিয়ার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বরাত দিয়ে সংবাদমাধ্যম রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ব্যাপক তুষারপাতের কারণে দেড় শতাধিক ফ্লাইট বাতিল ও ফেরি চলাচল স্থগিত করা হয়েছে। এক হাজারেরও বেশি পরিবার বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে ১২শর বেশি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান।
এর আগে বুধবার সন্ধ্যায় দেশটির পুলিশ জানিয়েছিল, গ্যাংওয়ান প্রদেশের কেন্দ্রীয় শহর ওনজুতে একটি মহাসড়কে ৫৩টি গাড়ি আটকে যাওয়ার ঘটনায় ১১ জন আহত হয়েছেন। তবে এ ঘটনায় কোনো মৃত্যু হয়েছে কি না তা স্পষ্ট নয়।
সাধারণত তুষারপাতের পরবর্তী সময় শীতের তীব্রতা অনেক বেড়ে যায়। দেশটির আবহাওয়ার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, শুক্রবার থেকে তাপমাত্রা মাইনাস ৭ ডিগ্রিতে নেমে আসবে আর এতে অসহনীয় শীত অনুভূত হবে। এমন পরিস্থিতিতে সবাইকে সর্বোচ্চ সতর্কতার সঙ্গে চলাফেরার নির্দেশ দিয়েছেন দেশটির প্রেসিডেন্ট ইউন সুক ইউল।

আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর
১৯ বর্ষ, ৩২৩সংখ্যা, ১৫ অগ্রহায়ন ১৪৩১, ২৭ জমাদিউল আউয়াল, ১৪৪৬ হিজরি

এডিস মশা নিয়ন্ত্রণ

বিশ্বে মানবজাতির ইতিহাসে নানান ধরনের সংক্রামক রোগ মহামারি হইয়া দেখা দিয়াছে, যাহা মানুষের স্বাভাবিক জীবনকে বারংবার কঠিন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন করিয়াছে। আমাদের এই চ্যালেঞ্জের তালিকায় নূতন সংযোজন হইতে পারে জিকা ভাইরাস। সম্প্রতি বাংলাদেশে জিকা ভাইরাসের উপস্থিতি শনাক্ত হইবার পর ইহা লইয়া বিশেষজ্ঞদের মধ্যে উদ্বেগ সৃষ্টি হইয়াছে। অথচ জিকা ভাইরাসের মতো সংক্রামক রোগের ইতিহাস, কার্যপ্রক্রিয়া এবং ইহার বিরুদ্ধে প্রতিরোধের উপায় সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মধ্যে তেমন একটা সচেতনতা গড়িয়া উঠে নাই। কারণ এই ভাইরাসের সঙ্গে আমাদের দেশের মানুষ খুব একটা পরিচিত নহে। ১৯৪৭ সালে উগান্ডার জিকা বনের এক বানর হইতে মানুষের মধ্যে ছড়াইয়া পড়া এই ভাইরাসটি প্রথম দিকে তেমন বিপজ্জনক বলিয়া মনে করা হয় নাই। অল্প কয়েক দশক ধরিয়া ভাইরাসটি আফ্রিকা ও এশিয়ার নির্দিষ্ট অঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিল। তবে ২০১৫ সালে ব্রাজিলে ঘটিয়া যাওয়া ভয়াবহ প্রাদুর্ভাব এই ভাইরাসকে বৈশ্বিক স্বাস্থ্যসংকটে পরিণত করে। গর্ভবতী নারীদের ক্ষেত্রে এই ভাইরাসের প্রভাব সবচাইতে বেশি ভয়াবহ। কারণ ইহা গর্ভের সন্তানের মস্তিষ্কের বিকাশে বাধা সৃষ্টি করে। যাহার ফলে বাচ্চার মস্তিষ্ক পূর্ণাঙ্গ আকৃতি লাভ করিতে পারে না এবং প্রতিবন্ধী হইয়া জন্মগ্রহণ করে।

জিকা একটি আর্দ্র আবহাওয়ার ভাইরাস, যাহা মূলত এডিস মশার মাধ্যমে ছড়ায়। এই একই প্রজাতির মশা ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়ার মতো রোগও বহন করে। মানুষের দেহে প্রবেশ করার পর এই ভাইরাস রক্তপ্রবাহে ছড়াইয়া পড়ে এবং স্নায়বিক কোষে আক্রমণ করে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, জিকা ভাইরাসে আক্রান্ত বেশির ভাগ রোগীই সুস্থ হইয়া উঠেন এবং মৃত্যুহারও বেশ কম। তবে ইহার প্রকৃত ভয়াবহতা লুকাইয়া রহিয়াছে ইহার দীর্ঘমেয়াদি জটিলতায়। বিশেষত নবজাতক ও শিশুদের ক্ষেত্রে ইহা স্থায়ী শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধকতার কারণ হইয়া দাঁড়ায়। ব্রাজিলের প্রাদুর্ভাব চলাকালীন, প্রায় ২০ হাজার নবজাতক এই ভাইরাসের প্রভাবে প্রতিবন্ধী ও বিকলাঙ্গ হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিল।

দেশে ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব প্রত্যেক বৎসর উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাইতেছে, যাহার প্রধান বাহক সেই এডিস মশা। স্বাভাবিকভাবেই, এই অঞ্চলে জিকা ভাইরাসের বিস্তারের আশঙ্কা প্রবল। তাহার উপর নগরায়ণের অনিয়ন্ত্রিত প্রসার ও সঠিকভাবে মশা নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতা আমাদের দেশের জনস্বাস্থ্যের ঝুঁকি বাড়াইয়া দিতেছে। জিকা ভাইরাস শনাক্ত হইবার পর দেশের জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞগণ সতর্কবার্তা দিয়াছেন। যদিও এখনো ইহার ব্যাপক প্রাদুর্ভাব দেখা যায় নাই বটে, তবে ডেঙ্গুর চাইতেও ইহা আরো ভয়াবহ রূপ ধারণ করিতে পারে। বিশেষত, গর্ভবতী নারীদের ক্ষেত্রে সচেতনতা ও সাবধানতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

জিকা ভাইরাস ভয়ংকর রূপ ধারণ করিবার পূর্বেই বাংলাদেশে দীর্ঘমেয়াদি ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ জরুরি। প্রথমত, প্রয়োজন পড়িলে মশা নিয়ন্ত্রণে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে সমন্বিত উদ্যোগ লইতে হবে। মশার উৎপত্তিস্থল ধ্বংস, যথাসময়ে কীটনাশক প্রয়োগ এবং জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করতে ব্যাপক প্রচারণা চালানো যাইতে পারে। তাহার পাশাপাশি গর্ভবতী নারীদের জন্য আলাদা সুরক্ষাব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। তাহারা যেন মশার কামড় এড়াইয়া চলিতে পারেন, সেই জন্য সুরক্ষিত কাপড় পরা ও মশারি ব্যবহার বাধ্যতামূলক ঘোষণা করা যাইতে পারে। এখনো কার্যকরী ভ্যাকসিন না থাকায় জিকা ভাইরাস সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করা সম্ভব নহে, তবে ইহার বিস্তার রোধ করা সম্ভব। প্রতিরোধই সর্বোত্তম চিকিৎসা। তাই ভ্যাকসিনের জন্য হা-হুতাশ না করিয়া জিকা ভাইরাসের বাহক অর্থাৎ এডিস মশার বিস্তার নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে সর্বাগ্রে। এডিস মশা নিয়ন্ত্রণ করা মানে এক ঢিলে তিন পাখি। কারণ এডিস মশা নিয়ন্ত্রণে শুধু জিকা নহে, ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়া বিস্তারের লাগামও টানা সম্ভব হইবে।

•••••••••••••

উত্তর ভারত জনসংখ্যা কমাতে চায়, দক্ষিণ ভারত চায় বাড়াতে

ভারতের জনসংখ্যা কমার প্রবণতা স্পষ্ট। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির অর্থনৈতিক উপদেষ্টা শামিকা রবি সম্প্রতি বলেছেন, ভারতের তিন-চতুর্থাংশ রাজ্যে জন্মহার এমন পর্যায়ে নেমে এসেছে এবং জনসংখ্যা স্থিতিশীল রাখার জন্য এই ধারাবাহিকতা ধরে রাখা দরকার। বিশ্বের সর্বাধিক জনবহুল দেশের (যার জনসংখ্যা ১৪৫ কোটির বেশি) জন্য এটি অবশ্যই খুশির খবর হওয়া উচিত। কারণ, দেশটির অবকাঠামো এবং সম্পদের ওপর ব্যাপক চাপ রয়েছে। তবে দেশটির অনেক নেতাই জন্মহার কমের দিকে যাওয়া নিয়ে সন্তুষ্ট নন। লিখেছেন **সীতারমণ শংকর...**

ভারতের জনসংখ্যা কমার প্রবণতা স্পষ্ট। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির অর্থনৈতিক উপদেষ্টা শামিকা রবি সম্প্রতি বলেছেন, ভারতের তিন-চতুর্থাংশ রাজ্যে জন্মহার এমন পর্যায়ে নেমে এসেছে এবং জনসংখ্যা স্থিতিশীল রাখার জন্য এই ধারাবাহিকতা ধরে রাখা দরকার।

বিশ্বের সর্বাধিক জনবহুল দেশের (যার জনসংখ্যা ১৪৫ কোটির বেশি) জন্য এটি অবশ্যই খুশির খবর হওয়া উচিত। কারণ, দেশটির অবকাঠামো এবং সম্পদের ওপর ব্যাপক চাপ রয়েছে। তবে দেশটির অনেক নেতাই জন্মহার কমের দিকে যাওয়া নিয়ে সন্তুষ্ট নন।

দক্ষিণ ভারতের তুলনামূলকভাবে সমৃদ্ধ ও প্রগতিশীল দুই রাজ্য–তামিলনাড়ু ও অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীরা তাঁদের রাজ্যবাসীকে বেশি সন্তান নেওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন।

অন্যদিকে, মোদির নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকার পার্লামেন্টের আসন নির্ধারণ ব্যবস্থায় এমনভাবে সংস্কার আনতে চায়, যেখানে যেসব রাজ্য জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সফল হয়েছে, তাদের আসন কমানো হবে আর যেসব রাজ্যে জনসংখ্যা বাড়ছে, তাদের বেশি আসন দেওয়া হবে।

এই সংস্কার স্বল্প মেয়াদে বিজেপিকে রাজনৈতিকভাবে সুবিধা দিলেও, দীর্ঘ মেয়াদের কথা ধরলে তা সব সময় যৌক্তিক না–ও হতে পারে।

এখন প্রশ্ন হলো, কেন কিছু ভারতীয় নেতা জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সফলতাকে ভালোভাবে নিচ্ছেন না? কেন তাঁরা মানুষকে আরও বেশি সন্তান নিতে উৎসাহিত করছেন?

কারণ হলো প্রথমত, ভারতের জনসংখ্যা সমগ্র দেশে সমানভাবে হ্রাস পাচ্ছে না। দেশের সবচেয়ে জনবহুল ও দরিদ্র রাজ্যগুলোর জনসংখ্যা এখনো দ্রুত বাড়ছে। এটি ধনী রাজ্যগুলোর ওপর চাপ বাড়াচ্ছে, কারণ তাদের এই দরিদ্র রাজ্যগুলোকে ভর্তুকি দিতে হয়। দ্বিতীয়ত, ভারতের পার্লামেন্টের আসন সংস্কারের পরিকল্পনা অনুযায়ী, বেশি জনসংখ্যার রাজ্যগুলো বেশি আসন পাবে। এতে কম জনসংখ্যার ধনী রাজ্যগুলো (যারা জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সফল) কেন্দ্রীয় পর্যায়ে তাদের ভবিষ্যৎ প্রতিনিধিত্ব কমে যাওয়ার আশঙ্কা করছে।

তৃতীয়ত, জন্মহার কমে যাওয়ায় দেশের বহুল প্রচারিত ‘ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড’ (অর্থাৎ কর্মক্ষম বয়সের মানুষের বড় অংশের কারণে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি) ধীরে ধীরে শেষ হয়ে যাবে।

সরকারি তথ্য অনুযায়ী, উত্তর ভারতের তিনটি বড় রাজ্য–উত্তর প্রদেশ (ইউপি), বিহার ও ঝাড়খণ্ডে এখনো দ্রুত জনসংখ্যা বাড়ছে। উত্তর প্রদেশে ব্রাজিলের চেয়েও বেশি মানুষ বসবাস করে। সেখানে জন্মহার ২.৪। বিহারে এই হার ৩.০ এবং ঝাড়খণ্ডে ২.৩, যা ভারতের গড় জন্মহার ২.০-এর চেয়ে বেশি এবং স্থিতিশীলতার জন্য প্রয়োজনীয় ২.১ হারের ওপরে।

অন্যদিকে, দক্ষিণ ভারতের ধনী রাজ্যগুলোতে (যেখানে বেঙ্গালুরুর মতো প্রযুক্তি কেন্দ্র এবং চেন্নাইয়ের মতো গাড়ি উৎপাদন কেন্দ্র রয়েছে) জন্মহার মাত্র ১.৭ থেকে ১.৮। এটি ভারতের গড় এবং স্থিতিশীল জন্মহারের অনেক নিচে। এই পরিসংখ্যানের পরিপ্রেক্ষিতে তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্টালিন এবং অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডু এমন পদক্ষেপ নিচ্ছেন, যা বছরের পর বছর ধরে চলে আসা সরকারের সমর্থনপুষ্ট পরিবার পরিকল্পনা নীতির বিরোধী।

অন্ধ্রপ্রদেশে একটি আইন ছিল, যা অনুযায়ী দুইয়ের বেশি সন্তান থাকলে স্থানীয় নির্বাচনে প্রার্থী হওয়া নিষিদ্ধ ছিল। রাজ্যটি সেই আইন বাতিল করেছে। নাইডু আরও বলেছেন, বড় পরিবার গড়া একটি ‘দায়িত্ব’ এবং ‘সমাজের জন্য সেবা’। স্টালিন দক্ষিণ ভারতের আসন্ন সংসদীয় সংস্কারে আসন হারানোর আশঙ্কা নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে আরও এক ধাপ এগিয়ে বলেছেন, ‘আমরা কেন ১৬ সন্তান নেওয়ার লক্ষ্য ঠিক করব না?’ যদিও কথাটি তামিল ভাষার একটি প্রবাদ থেকে নেওয়া এবং সম্ভবত আক্ষরিক অর্থে তিনি ১৬ সন্তান নেওয়ার কথা বলেননি। তবে এটি সম্ভবত বিজেপি সরকারের পরিকল্পিত সংসদীয় সংস্কারের বিরুদ্ধে চাপ সৃষ্টি করার একটি প্রচারণা হিসেবে তিনি বলেছেন। বিজেপি সংসদ পুনর্গঠনের জন্য একটি পদ্ধতি ‘ডিলিমিটেশন’ ব্যবহার করতে চায়, যেখানে নতুন আদমশুমারি থেকে পাওয়া জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিটি রাজ্যের জন্য আসন নির্ধারণ করা হবে।

অন্ধ্রপ্রদেশে একটি আইন ছিল, যা অনুযায়ী দুইয়ের বেশি সন্তান থাকলে স্থানীয় নির্বাচনে প্রার্থী হওয়া নিষিদ্ধ ছিল। রাজ্যটি সেই আইন বাতিল করেছে। নাইডু আরও বলেছেন, বড় পরিবার গড়া একটি ‘দায়িত্ব’ এবং ‘সমাজের জন্য সেবা’।

স্টালিন দক্ষিণ ভারতের আসন্ন সংসদীয় সংস্কারে আসন হারানোর আশঙ্কা নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে আরও এক ধাপ এগিয়ে বলেছেন, ‘আমরা কেন ১৬ সন্তান নেওয়ার লক্ষ্য ঠিক করব না?’ যদিও কথাটি তামিল ভাষার একটি প্রবাদ থেকে নেওয়া এবং সম্ভবত আক্ষরিক অর্থে তিনি ১৬ সন্তান নেওয়ার কথা বলেননি। তবে এটি সম্ভবত বিজেপি সরকারের পরিকল্পিত সংসদীয় সংস্কারের বিরুদ্ধে চাপ সৃষ্টি করার একটি প্রচারণা হিসেবে তিনি বলেছেন।

বিজেপি সংসদ পুনর্গঠনের জন্য একটি পদ্ধতি ‘ডিলিমিটেশন’ ব্যবহার করতে চায়, যেখানে নতুন আদমশুমারি থেকে পাওয়া জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিটি রাজ্যের জন্য আসন নির্ধারণ করা হবে। এই আদমশুমারি আগামী কয়েক বছরের মধ্যে সম্পন্ন হবে। দক্ষিণের রাজ্যগুলো এই পরিকল্পনায় ক্ষুব্ধ। কারণ, তারা মনে করছে, এটি তাদের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সফলতার জন্য শাস্তি দেওয়ার সমতুল্য।

ভারতের আসন্ন সংসদীয় পুনর্বিন্যাস (ডিলিমিটেশন) বিজেপির জন্য রাজনৈতিকভাবে সুবিধাজনক হতে পারে। অনুমান করা হচ্ছে, উত্তর ভারতে মোদির দলের শক্ত ঘাঁটি হওয়ায় এই অঞ্চল প্রায় ৩০টি অতিরিক্ত আসন পাবে, যেখানে দক্ষিণ ভারত সমসংখ্যক আসন হারাবে। যদি পার্লামেন্ট দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সম্প্রসারিত হয়, তাহলে উত্তর ভারত ১৫০টির বেশি আসন পাবে এবং দক্ষিণ ভারত পাবে মাত্র ৩৫টি আসন।

এটি বিজেপির জন্য কৌশলগতভাবে লাভজনক হলেও দেশের জন্য ক্ষতিকর। এটি রাজ্যগুলোকে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও মানুষের জীবনমান উন্নত করার উৎসাহ কমিয়ে দেবে এবং ধনী, প্রগতিশীল রাজ্যগুলোকে আরও কোণঠাসা করবে।

এ অবস্থায় সরকারের ১৯৭১ সালের জনসংখ্যার ভিত্তিতে আসন বণ্টনের পূর্ববর্তী নীতি বজায় রাখা উচিত। এটি উত্তর ভারতকে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের সময় দেবে। অথবা, যদি নতুন জনসংখ্যার ভিত্তিতেই ডিলিমিটেশন করতে হয়, তবে দক্ষিণের উন্নয়নকে গুরুত্ব দিয়ে তাদের জন্য অতিরিক্ত আসনের ব্যবস্থা করা উচিত।

অপরিকল্পিত জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যার তাৎক্ষণিক সমাধান হতে পারে–অতিরিক্ত জনসংখ্যার অঞ্চল থেকে মানুষের স্থানান্তর, যেমন বিহার থেকে তামিলনাড়ুতে কাজের জন্য অভিবাসন। এটি মজুরি নিয়ন্ত্রণে রাখবে এবং ধনী রাজ্যের স্থানীয়দের উচ্চ বেতনের চাকরিতে প্রবেশে সহায়তা করবে। দক্ষিণের রাজ্যগুলোকে অভিবাসীদের প্রতি নেতিবাচক মনোভাব এড়িয়ে কৌশলগতভাবে একত্র হতে হবে। একইভাবে বিজেপিকে সংক্ষিপ্ত মেয়াদি স্বার্থ বাদ দিয়ে দেশের দীর্ঘমেয়াদি স্বার্থে ডিলিমিটেশন স্থগিত করতে হবে।

সীতারমণ শংকর
বেঙ্গালুরুভিত্তিক সাংবাদিক ও লেখক
আল-জাজিরা থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে সংক্ষিপ্ত আকারে অনুবাদ

ভারতীয় এয়ারলাইনসগুলো ২০২৪ সালে প্রায় এক হাজার হামলার হুমকি পেয়েছে

আপনজন ডেস্ক: চলতি বছর ভারতের বিভিন্ন এয়ারলাইনস ও বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ ৯৯৯টি বোমা হামলার হুমকি পেয়েছে। গত ১ জানুয়ারি থেকে ১৪ নভেম্বর পর্যন্ত এসব হুমকি এসেছে। ভারতের বেসামরিক বিমান চলাচলবিষয়ক উপমন্ত্রী মুরলীধর মহল দেশটির পার্লামেন্টে এসব তথ্য জানিয়েছেন। মহল বলেন, ২০২৩ সালে এয়ারলাইনস ও বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ যতগুলো বোমা হামলার হুমকি পেয়েছিল, তার তুলনায় চলতি বছরের হুমকির পরিমাণ ১০ গুণ বেশি। শুধু অক্টোবরের শেষ দুই সপ্তাহেই ৫০০-এর বেশি হামলার হুমকি এসেছে। মহল বলেন, সাম্প্রতিক হুমকিগুলোর সবই ভুয়া বলে প্রমাণ হয়েছে। ভারতের কোনো বিমানবন্দর কিংবা বিমানে সত্যিকার অর্থে কোনো হুমকি শনাক্ত হয়নি। তিনি আরও বলেন, এসব হুমকির সঙ্গে সংশ্লিষ্টতার অভিযোগে ১২ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পুলিশ ২৫৬টি অভিযোগ দায়ের করেছে। তবে সাম্প্রতিক সময়ে ভুয়া হুমকির সংখ্যা নজিরবিহীনভাবে বেড়েছে। ২০১৪ সাল এবং ২০১৭ সালের মাঝামাঝি সময়ে বিমানবন্দরগুলোতে মাত্র ১২০টি ভুয়া হুমকির তথ্য নথিভুক্ত করা হয়েছিল। এর প্রায় অর্ধেক হুমকিই ছিল দিল্লি ও মুম্বাইয়ের বিমানবন্দরগুলোকে কেন্দ্র করে। চলতি বছরের অক্টোবরে ভুয়া হুমকিকে কেন্দ্র করে কয়েকটি ফ্লাইট বিলম্বিত হয়েছে। কোনো কোনো ফ্লাইটের পথ ঘুরিয়ে অন্য পথে নিয়ে যেতে হয়েছে।

অনেক সময় অন্য দেশে হুমকিতে পড়া উড়োজাহাজগুলোর সুরক্ষায় আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোরও সংশ্লিষ্টতার প্রয়োজন হয়।

যেমন গত অক্টোবরে এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেসের একটি উড়োজাহাজকে হামলার হুমকি দেওয়া হয়েছিল। ওই উড়োজাহাজটিকে পাহারা দিতে তখন দুটি যুদ্ধবিমান পাঠিয়েছিল সিঙ্গাপুরের বিমানবাহিনী। একই মাসে এয়ার ইন্ডিয়ার আরেকটি ফ্লাইট নয়াদিল্লি থেকে শিকাগো যাওয়ার সময় কানাডার একটি দুর্গম বিমানবন্দরে জরুরি অবতরণ করতে বাধ্য হয়। পরে কানাডার কর্মকর্তারা বিমানবাহিনীর একটি উড়োজাহাজে করে ওই যাত্রীদের শিকাগোয় পাঠানোর ব্যবস্থা করে দেন। ভারতের বেসামরিক বিমান চলাচল মন্ত্রণালয় তখন বলেছিল, ফ্লাইট চলাচল নিরাপদ করতে সম্ভাব্য সব প্রচেষ্টা চালাচ্ছে তারা।

ভাবতে হবে শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে, দেওয়ালে যে পিঠ ঠেকে গিয়েছে!

মানুষ মাতৃক্রোড়ে যে ভাষা শিক্ষা করে সে ভাষাতেই সে আপনার সুখ-দুঃখ জ্ঞাপন করে। বলেছিলেন বিজ্ঞানাচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু। আজ তাঁর ১৬৬-তম জন্মদিনে শিক্ষা নিয়ে তাঁর প্রদর্শিত পথে আরও একবার স্মরণ করলেন শিক্ষক **নায়ীমুল হক**।

১৯২১ খ্রিষ্টাব্দ। জগদীশ চন্দ্র বসু লিখছেন, প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে আমার বৈজ্ঞানিক ও অন্যান্য কয়েকটি প্রবন্ধ মাতৃভাষাতেই লিখিত হইয়াছিল। তাহার পর বিদ্যুৎ-তরঙ্গ ও জীবন সম্বন্ধে অনুসন্ধান আরম্ভ করিয়াছিলাম। আসলে প্রকৃতিতেই সমস্ত শিক্ষা আমাদের জন্য বিদ্যমান। বার বার বলিতেছি প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করো। তোমরা কি অঙ্কুর উঠিতে দেখিয়াছ? একটা বীজ হাতে ধরে নিয়ে দেখো তার অঙ্কুর বের হয় কীভাবে।

১০০ বছরেরও বেশি সময় পেরিয়ে গেছে তাঁর কথার। হায়, আজও আমরা পারিনি বইয়ের পৃষ্ঠার বাইরে শিশুদের নিয়ে যেতে! ‘উদ্ভিদের জন্ম ও মৃত্যু’-তে তিনি বলছেন, মৃত্তিকার নীচে অনেক দিন বীজ লুকাইয়া থাকে। মাসের পর মাস এইরূপে কাটিয়া গেল। শীতের পর বসন্ত আসিল। তারপর বর্ষার আরম্ভে দুই-এক দিন বৃষ্টি হইল। এখন আর লুকাইয়া থাকিবার প্রয়োজন নাই। বাহির হইতে কে যেন শিশুকে ডাকিয়া বলিতেছে, “আর ঘুমাইও না, উপরে উঠিয়া আইস, সূর্য্যের আলো দেখিবে।” আস্তে আস্তে বীজের ঢাক্‌নাটি খসিয়া পড়িল, দুইটি কোমল পাতার মধ্য হইতে অঙ্কুর বাহির হইল। অঙ্কুরের এক অংশ নীচের দিকে গিয়া দৃঢ়রূপে মাটি ধরিয়া রহিল, আর এক অংশ মাটি ভেদ করিয়া উপরে উঠিল। তোমরা কি অঙ্কুর উঠিতে দেখিয়াছ? মনে হয় শিশুটি যেন ছোট মাথা তুলিয়া আশ্চর্য্যের সহিত নূতন দেশ দেখিতেছে।

বুঝিতে পারিতেছ, আলোই জীবনের মূল। সূর্য্যের কিরণ শরীরে ধারণ করিয়াই গাছ বাড়িতে থাকে।

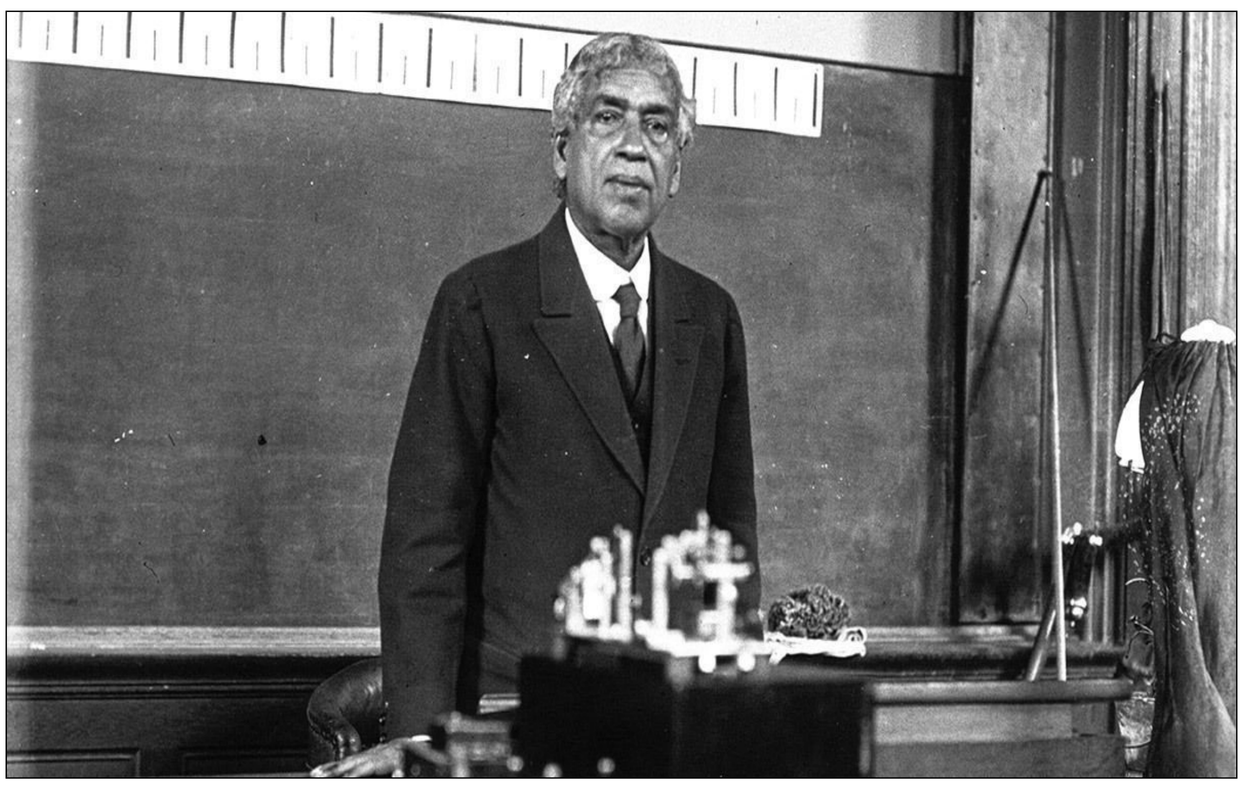

গাছের শরীরে সূর্য্যের কিরণ আবদ্ধ হইয়া আছে। কাঠে আগুন ধরাইয়া দিলে যে আলো ও তাপ বাহির হয়, তাহা সূর্য্যেরই তেজ। গাছ ও তাহার শস্য আলো ধরিবার ফাঁদ। জন্তুরা গাছ খাইয়া প্রাণ ধারণ করে; গাছের যে সূর্য্যের তেজ আছে তাহা এই প্রকারে আবার জন্তুর শরীরে প্রবেশ করে। শস্য আহার না করিলে আমরাও বাঁচিতে পারিতাম না। ভাবিয়া দেখিতে গেলে আমরাও আলো আহার করিয়া বাঁচিয়া আছি। গাছ ফুলের মধ্যে মধু সঞ্চয় করিয়া রাখে। মৌমাছি ও প্রজাপতি সেই মধু পান করিয়া যায়। মৌমাছি আসে বলিয়া গাছেরও উপকার হয়। ফুলে তোমরা রেণু দেখিয়া থাকিবে। মৌমাছিরা এক ফুলের রেণু অন্য ফুলে লইয়া যায়। রেণু ভিন্ন বীজ পাকিতে পারে না।

১০০ বছরেরও বেশি সময় পেরিয়ে গেছে তাঁর কথার। হায়, আজও আমরা পারিনি বইয়ের পৃষ্ঠার বাইরে শিশুদের নিয়ে যেতে! ‘উদ্ভিদের জন্ম ও মৃত্যু’-তে তিনি বলছেন, মৃত্তিকার নীচে অনেক দিন বীজ লুকাইয়া থাকে। মাসের পর মাস এইরূপে কাটিয়া গেল। শীতের পর বসন্ত আসিল। তারপর বর্ষার আরম্ভে দুই-এক দিন বৃষ্টি হইল। এখন আর লুকাইয়া থাকিবার প্রয়োজন নাই। বাহির হইতে কে যেন শিশুকে ডাকিয়া বলিতেছে, “আর ঘুমাইও না, উপরে উঠিয়া আইস, সূর্য্যের আলো দেখিবে।” আস্তে আস্তে বীজের ঢাক্‌নাটি খসিয়া পড়িল, দুইটি কোমল পাতার মধ্য হইতে অঙ্কুর বাহির হইল। অঙ্কুরের এক অংশ নীচের দিকে গিয়া দৃঢ়রূপে মাটি ধরিয়া রহিল, আর এক অংশ মাটি ভেদ করিয়া উপরে উঠিল। তোমরা কি অঙ্কুর উঠিতে দেখিয়াছ? মনে হয় শিশুটি যেন ছোট মাথা তুলিয়া আশ্চর্য্যের সহিত নূতন দেশ দেখিতেছে।

এইরূপে ফুলের মধ্যে বীজ পাকিয়া থাকে। শরীরের রস দিয়া গাছ বীজগুলিকে লালন পালন করিতে থাকে। নিজের জীবনের জন্য এখন আর মায়া করে না। তিল তিল করিয়া সন্তানের জন্য সমস্ত বিলাইয়া দেয়। যে শরীর কিছু দিন পূর্বে সতেজ ছিল, এখন তাহা একেবারে শুকাইয়া যাইতে থাকে। শরীরের ভার বহন করিবারও আর শক্তি থাকে না। আগে বাতাস হু হু করিয়া পাতা নড়াইয়া চলিয়া যাইত। পাতাগুলি বাতাসের সঙ্গে খেলা করিত, ছোট ডালগুলি তালে তালে নাচিত। এখন শুষ্ক গাছটি বাতাসের ভর সহিতে পারে না। বাতাসের এক একটি ঝাপটা লাগিলে গাছটি থর-থর করিয়া কাঁপিতে থাকে। একটি একটি করিয়া ডালগুলি ভাঙ্গিয়া পড়িতে থাকে। শেষে একদিন হঠাৎ গোড়া ভাঙ্গিয়া গাছ মাটিতে পড়িয়া যায়। এইরূপে সন্তানের জন্য নিজের জীবন দিয়া গাছ মরিয়া যায়।

নয়া প্রজন্মের শিক্ষার ভিত গড়তে আমরা কোন পথ আজ এক্তিয়ার করব, ভাববার দিন কিন্তু এসে গিয়েছে। কালক্ষেপণের বিন্দুমাত্র সময় নেই। পিঠ যে দেওয়ালে ঠেকে গিয়েছে!

প্রথম নজর

জামিয়ায় মাইক্রো টু ন্যানো প্রযুক্তি নিয়ে আন্তর্জাতিক সম্মেলন

সম্মানিত হলেন দিল্লির জামিয়া মিল্লিয়া ইসলামিয়ার অধ্যাপক মুর্শিদাবাদের কৃতী সন্তান ড. তরিকুল ইসলাম। (প্রথমে বাঁদিকে)

আপনজন ডেস্ক: দিল্লির জামিয়া মিল্লিয়া ইসলামিয়া এর প্রকৌশল ও প্রযুক্তি অনুষদ জয়পুরের মণিপাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতায় উদীয়মান প্রযুক্তি: মাইক্রো টু ন্যানো এর উপর ষষ্ঠ তম আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন করে। ২২ ও ২৩শে নভেম্বর, অনুষ্ঠিত দুই দিনের সম্মেলনটি বৈশ্বিক গবেষক, শিক্ষাবিদ এবং শিল্প নেতাদের ধারণা বিনিময় এবং উপকরণ এবং ন্যানো প্রযুক্তিতে উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করার জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করেছে। এই দ্বিবার্ষিক ইভেন্ট, যা ২০১৩ সালে শুরু হয়েছিল, ১০ টি দেশ এবং মহাদেশ জুড়ে গবেষকদের সাথে সংযোগ চালিয়ে যাচ্ছে। ১৭০টি জমা দেওয়ার পুল থেকে মোট ১৩৫টি উচ্চ-মানের গবেষণাপত্র উপস্থাপন করা হয়েছিল।সম্মেলনের সময় উদ্ভাবন এবং নেতৃত্বে অসাধারণ সাফল্যের জন্য একটি নতুন প্রযুক্তিগত নেতৃত্ব পুরস্কার প্রবর্তন করা হয়। সম্মেলনের আরেকটি বৈশিষ্ট্য ছিল বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী, গবেষক এবং প্রধান তদন্তকারীদের দ্বারা উদ্ভাবিত পণ্যের প্রদর্শনী। ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি অনুষদ মিলনায়তনে এর উদ্বোধন হয়। জামিয়ার অধ্যাপক ড. তরিকুল ইসলাম অনুষ্ঠানে বক্তৃতাকালে ইটিএমএন এর বৈশ্বিক তাৎপর্য তুলে ধরেন, জোর দিয়ে বলেন যে এই সম্মেলন ভৌগোলিক বাধা অতিক্রম করে মুক্ত চেতনা কে বাড়িয়ে দেয়। আই আই টি, এন আইটি এর মত প্রধান প্রতিষ্ঠান এবং পারডু ইউনিভার্সিটি (ইউ এস এ), সামারা ইউনিভার্সিটি (রাশিয়া), এবং সি ই এম ই এস- সি এন আর এস (ফ্রান্স) এর মতো বিশ্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের অংশগ্রহণকারীদের সাথে ইটি ম ন ২০২৪ মাইক্রো প্রযুক্তির অগ্রগতি সম্পর্কে সত্যিকারের বিশ্বব্যাপী দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত করেছে। জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এই অধিবেশনের প্রধান অতিথিছিলেন নীতি আয়োগের সদস্য ড. ভি.কে. সারস্বত, ভারতের শক্তি এবং প্রযুক্তির ল্যান্ডস্কেপে মাইক্রো এবং ন্যানো প্রযুক্তির প্রতিরক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার অন্তর্দৃষ্টি শেয়ার করেছেন।

আবাস তালিকা থেকে নাম বাদের আর্জি জানালেন ‘প্রাসাদের মালিক’ তৃণমূল নেতা

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: বসবাসের প্রাসাদোপম বাড়ি তবু নাম ছিল আবাস তালিকায়, সমীক্ষা শুরু হতেই বাড়ি ফেরানোর আর্জি তৃণমূল নেতার, বিজেপির কটাক্ষ জনরোষের ভয়েই এমন কান্ড। একভাই তৃণমূলের অঞ্চল সহ-সভাপতি, অপর ভাই দলেরই অঞ্চলের কোর কমিটির সদস্য। দুই ভাইয়েরই একত্রে বসবাসের জন্য রয়েছে প্রাসাদোপম দোতলা বাড়ি। কিন্তু তারপরেও আবাস তালিকায় নাম ছিল দু’জনেরই। সমীক্ষা শুরু হতেই অবশ্য দুই ভাই স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে আবাসের বাড়ি না নেওয়ার আবেদন জানিয়েছেন স্থানীয় বিডিও অফিসে। বাঁকুড়ার পাত্রসায়ের ব্লকের বালসী ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের পানপুকুর মাঝি পাড়ার এমন ঘটনাকে ঘিরে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর। তৃণমূল এই ঘটনাকে সততা বলে প্রশংসা করলেও বিজেপির কটাক্ষ

জনরোষে পড়ার ভয়েই এমন কান্ড।

আবাস প্রকল্পের তালিকা নিয়ে এই প্রথম নয়, বহু ক্ষেত্রে দেখা গেছে পাকা বাড়ি থাকা সত্ত্বেও শুধুমাত্র শাসক দলের নেতা বা ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুবাদে নাম উঠেছে আবাস তালিকায়। বহু ক্ষেত্রে ঘটেছে উল্টো ঘটনাও। শুধুমাত্র শাসক দলের ঘনিষ্ঠ না হওয়ায় বসবাসযোগ্য বাড়ি না থাকলেও তালিকায় ঠাঁই হয়নি হতদরিদ্র পরিবারের। এবার বাঁকুড়ার পাত্রসায়ের ব্লকের বালসী ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রেও দেখা গেল সেই একই ছবি। জানা গেছে পাত্রসায়ের বালসী ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের পানপুকুর মাঝি পাড়া গ্রামে নিজেদের পাকা দোতলা বাড়ি রয়েছে তৃণমূলের স্থানীয় অঞ্চল সহ সভাপতি আনন্দ মাঝি ও তৃণমূলের অঞ্চল কোর কমিটির সদস্য নিমাই মাঝির। সম্প্রতি জেলা জুড়ে আবাস যোজনার সমীক্ষার কাজ শুরু হলে দেখা যায় নিজেদের পাকা দোতলা বাড়ি থাকা সত্ত্বেও আবাসের উপভোক্তা তালিকায় দুই ভাইয়েরই নাম রয়েছে। বিষয়টি জানার পরেই সমীক্ষক দলকে ওই প্রকল্পের উপভোক্তা তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়ার কথা বলেন ওই দুই ভাই। ওই প্রকল্পের উপভোক্তা তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়ার জন্য পাত্রসায়ের বিডিও অফিসে লিখিতভাবে আবেদনও জানান দুই ভাই। তাঁদের দাবী বছর পাঁচেক আগে যখন আবাসের সমীক্ষা হয়েছিল তখন তাঁদের পাকা বাড়ি ছিল না। পরবর্তীতে তাঁরা পাকা বাড়িটি তৈরী করেছেন। এখন নিজেদের পাকা বাড়ি থাকায় আবাস প্রকল্পের বাড়ি তাঁরা ফিরিয়ে দিচ্ছেন।

তৃণমূল নেতৃত্বের দাবী অপর একটি দরিদ্র পরিবার যাতে ওই বাড়ি পেতে পারে সেই উদ্দেশ্যেই ওই দুই তৃণমূল নেতা বাড়ি ফিরিয়ে দিয়েছেন। এই ঘটনা সততার নজির হয়ে থাকবে। বিষয়টি জনরোষে পড়ার ভয়েই আবাস বাড়ি ফেরানোর আবেদন জানাতে বাধ্য হচ্ছেন তৃণমূলের ওই দুই ভাই।

হারিয়ে যাওয়া ফোন ফিরিয়ে দিল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● তমলুক

আপনজন: পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় ২৬ টি থানার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে চুরি যাওয়া ফোনের একাধিক অভিযোগ এসে ছিল বিভিন্ন থানায়। পুলিশ আধিকারিক ও জেলা পুলিশের সহযোগিতায় তদন্ত করে শতাধিক করা ফোনগুলি। শুক্রবার বিকেলে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পুলিশ লাইনে পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পুলিশ সুপার সৌম্যদীপ ভট্টাচার্যের উপস্থিতিতে ফোনের মালিকদের হাতে তুলে দেওয়া হয় ফোন গুলি। ফোনের নির্দিষ্ট নথিপত্র ও ফোনের মালিকের পরিচয় পত্র জমা দে হারিয়ে যাওয়া ফোন গুলি হাতে পান ফোন মালিকেরা।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ডাকাতির আগেই চার দুষ্কৃতী ধৃত

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: পানাগড়-মোরগ্রাম জাতীয় সড়কের পাশে সদাইপুর থানা এলাকার মুড়ামাঠ গ্রামের জঙ্গল সংলগ্ন এলাকায় চারজন অপরিচিত যুবক উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘোরাফেরা করছে বলে গোপন সূত্রে খবর পান সদাইপুর থানার ওসি মহম্মদ মিকাইল মিয়া। তড়িঘড়ি রাম্রামাণ পুলিশ ভ্যান সহ অন্যান্য পুলিশকর্মীদের সেখানে পাঠানো হয় এবং অপরিচিত যুবকদের গতিবিধির ওপর নজর দিতে বলেন। এর পরেই চার দুষ্কৃতীকে বমাল সহ আটক করে। ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার গভীর রাতে। পুলিশ জানতে পারে যে ডাকাতির উদ্দেশেই মূলতঃ চারজন দুষ্কৃতী একত্রিত হয়ে ছিল সদাইপুর থানার অর্ন্তগত মুড়ামাঠ সংলগ্ন জঙ্গলে। সেখান থেকেই তাদের আটক করা হয়। ধৃতদের পরিচয়ে পুলিশ জানতে পারে যে ধৃত চারজন যুবক কাঁকড়তলা থানার হরিএকতলা গ্রামের বাসিন্দা। ধৃতদের মধ্যে রয়েছে শেখ সামিউল,শেখ সাহাবুদ্দিন, শেখ মুর্শিদ আলম ও শেখ ইসরাইল। সকলকে গ্রেফতার করে সদাইপুর থানায় নিয়ে আসে পুলিশ।

ভাঙাচোরা বাড়িতে বসবাস, তবুও আবাস বঞ্চিত অসহায় পরিবার

নিজস্ব প্রতিবেদক ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: ভাঙাচোরা বাড়িতে বসবা করলেও আবাস যোজনার তালিকা থেকে বঞ্চিত অসহায় কয়েকটি পরিবার। কেউ টালির বাড়িতে বসবাস করেন, আবার কেউ টিনের বাড়িতে। মাটির ঘরে কোনরকমে চালা করে বসবাস করছেন বিধবা-অসহায় মহিলারা। বর্ষাকাল আর শীতকালে বেশিরভাগ রাত্রি কষ্ট করেই জীবন কাটাতে হয় তাদের। বৃষ্টির ফোঁটা ফোঁটা জলে মধ্যরাতে ঘুম ভাঙ্গে যায় শিশু ও বয়স্ক মহিলাদের। আর তাদেরই নাম নাকি আবাস যোজনার তালিকা থেকে বাতিল করা হয়েছে, হ্যা, এমনই চিত্র লক্ষ করা গেলো মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জের বিভিন্ন প্রান্তে।

শুধু সামশেরগঞ্জ ব্লকেই নয়, আশপাশে সুতি, ফারাক্কা সহ বিভিন্ন ব্লকেই ঘটেছে এই ঘটনা। সামশেরগঞ্জ ব্লকের অন্তর্গত চাচন্ড গ্রাম পঞ্চায়েতের ভবানীবাটি

গ্রামের রুমেলা বিবি, কোহিনূর বিবি, চেনবাণু বেওয়াদের অভিযোগ, মাটির বাড়িতে কোনরকমে বসবাস করছি। টালি আর টিনের বাড়িতে বসবাস। ইস্কুয়েরি করার পরেও কিভাবে আমাদের নাম বাতিল করা হয়। আবাস যোজনার টাকা পাওয়ার জন্য যোগ্য কারা তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন অসহায় বিধবা মহিলা গুলো। ভবানীবাটি গ্রামের স্বামী হারা চেনবানু বেওয়ার দাবি, দুই সন্তান নিয়ে টালির বাড়িতে বসবাস। কদিন আগে ছবি এবং ইনকুয়েরী করা হলেও এখন শুনছি নাম বাতিল হয়ে গিয়েছে। সামশেরগঞ্জের প্রতাপগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের শিকদারপুর গ্রামের কদম বানু নামে এক বিধবা মহিলার দাবি, ২০২২ সালে আবাসের তালিকায় নাম থাকলেও ২০২৪ এ তালিকায় নাম নেই। ভাঙাচোরা টালির বাড়িতে বসবাস করেও কেন নাম নেই তালিকায় তা নিয়ে প্রশাসনের কাছে প্রশ্ন তুলেছেন তিনি।

আবাস তালিকায় নাম বাদ যেতেই প্রশাসনের দ্বারস্থ স্থানীয়রা

আজিজুর রহমান ● গলসি

আপনজন: আবাস যোজনা তালিকা থেকে নাম বাতিল হওয়ার ঘটনায় পূর্ব বর্ধমানের গলসি ২ ব্লকের প্রশাসনের দ্বারস্থ হলেন এলাকার বেশ কিছু বাসিন্দা। এদিন এলাকার বিভিন্ন গ্রামের মানুষ বিডিও অফিসে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। তাদের অভিযোগ, আবাস যোজনায় বাড়ি পাওয়ার যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। ঠিক কী কারণে নাম বাদ গেছে, সেটাও স্পষ্ট নয় তাঁদের কাছে। বেলগ্রামের বাসিন্দা বন্দনা মালিক বলেন, “আমাদের নাম তালিকায় ছিল, এমনকি সার্ভেও হয়েছে। কিন্তু কী কারণে নাম বাদ গেল, সেটাই আমরা বুঝতে পারছি না।” প্রশাসন সঠিক ভাবে তদন্ত করে দেখে ব্যবস্থা নিলে আমার মতো বহু মানুষের উপকার হবে। অনেকের দাবী, যারা পাবার উপযুক্ত তাদের নাম বাতিল হয়েছে। কেন এমন হল সেই বিষয়টি তারা বুঝতে পারছে না। সেই জন্য তারা বিডিওকে বিষয়টি লিখিত ভাবে আবেদন করেছেন।

ব্লকের খানো অঞ্চলের যুব তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি মঙ্গলদীপ সামন্ত বলেন, “যাঁদের কাঁচা বাড়ি আছে, যাঁরা বাস্তবিকই অসুবিধায় আছেন, তাঁদের অনেকের নাম বাদ পড়েছে। অথচ যাঁদের পাকা বাড়ি রয়েছে, তাঁদের নাম তালিকায় রয়েছে।” পাবার উপযুক্ত গরীবদের ঘর দিতেই তো আমাদের মুখ্যমন্ত্রী উদ্যোগ নিয়েছেন। আমি চাই “যারা সরকারী আবাস যোজনার ঘর পাবার উপযুক্ত তাদের বিষয়টি দেখে ব্যবস্থা নিক ব্লক প্রশাসন।” এ বিষয়ে গলসি ২ নম্বর ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি হেমন্ত পাল জানান, “২৭ নভেম্বর তালিকা প্রকাশিত হয়েছে এবং সাতদিন সময় দেওয়া হয়েছে। যদি কোনো যোগ্য ব্যক্তির নাম ভুলবশত বাদ পড়ে, তবে তিনি সাতদিনের মধ্যে আবেদন করতে পারবেন। সেই আবেদন গ্রামসভার মাধ্যমে অনুমোদিত হলে নাম তালিকায় পুনরায় যুক্ত হবে।”

সুতিতে পথ দুর্ঘটনায় মৃত দুই, আহত এক

রাজু আনসারী ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: বন্ধুর বিয়ের অনুষ্ঠান থেকে বাড়ি ফেরার পথে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল মুর্শিদাবাদের সুতি থানার গাজীপুর এলাকার যুবক রাজিবুল সেখ ও আহত আর এক বন্ধু। বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে জঙ্গিপুর থেকে বাইক চালিয়ে বাড়ি ফেরার পথে আহিরণ ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় দুর্ঘটনায় মৃত্যু হলো এক যুবকের। জখম হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আরো একজন। পুলিশ জানিয়েছে, মৃত ওই যুবকের নাম রাজিবুল সেখ (২৮)। তার বাড়ি সুতি থানার গাজীপুর। জখম যুবকের নাম অলিউল সেখ। এদিকে একইদিনে সুতি থানার অজগরপাড়া সংলগ্ন রামডোবা জাতীয় সড়ক এলাকায় আরো একটি দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে এক ইঞ্জিন ভ্যান চালকের। পুলিশ জানিয়েছে, মৃত ওই ইঞ্জিন ভ্যান চালকের নাম রফিকুল সেখ(৪১)।

শিক্ষা সচেতনা ও বৃক্ষ রোপণ ইমাম সংগঠনের

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: জুম্মার নামাজে খুতবার মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে সচেতনতার পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করলেন অল ইন্ডিয়া ইমাম মুয়াজ্জিন এন্ড সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের মুর্শিদাবাদ জেলা সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আব্দুর রাজ্জাক। শুক্রবার মুর্শিদাবাদের বেলডাঙ্গায় শিক্ষা সচেতন ও বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করলেন ইমাম ও মুয়াজ্জিন সংগঠনের উদ্যোগে। এদিনের এই আলোচনায় উঠে আসে ইমাম মুয়াজ্জিনদের সমাজে গুরুত্বের কথা। পাশাপাশি পরিবেশ রক্ষার স্বার্থে বৃক্ষরোপণ করা হয় বেলডাঙ্গার বিভিন্ন এলাকায়। এদিনের এই শিক্ষা সচেতনতা ও বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন অল ইন্ডিয়া ইমাম মুয়াজ্জিন এন্ড সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের মুর্শিদাবাদ জেলার সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আব্দুর রাজ্জাক, বেলডাঙ্গা ব্লকের বিডিও, পুলিশ আধিকারিক, বেলডাঙ্গার ইমাম হাফেজ নূরজামান সহ এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তি বর্গগণ। ইমাম মুয়াজ্জিনদের এহেনো উদ্যোগে খুশি এলাকার সাধারণ মানুষ জনেরা।

ভাঙড়ে ‘নতুন সকালের’ মনোজ্ঞ বার্ষিক সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিবেদক ● ভাঙড়

আপনজন: দক্ষিণ ২৪পরগনা জেলার ভাঙড় থেকে পরিচালিত “নতুন সকাল” সংবাদের প্রথম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী এবং বার্ষিক পাঠক-দর্শক সম্মেলন২০২৪ অনুষ্ঠিত হল ২৬ নভেম্বর ২০২৪ মঙ্গলবার। কাশিপুর দেবালোক রিসর্টের প্রাকৃতিক পরিবেশে অনুষ্ঠান টি হয়। অনুষ্ঠানের শুরু হয় দুপুর ২ টায়। যা শেষ হয় সন্ধ্যা ৬ টায়। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন নতুন সকাল সংবাদের সম্পাদক সাদ্দাম হোসেন মিদ্দে। এদিন “নতুন সকাল হিতৈষী পুরস্কার ২০২৪” প্রদান করা হয় মঈন টেলিকমের নুরুল মঈন, ভাঙড় ক্রিকেট একাডেমির প্রশিক্ষক আবু বক্কার মোল্লা, ঘটকপুকুর সঙ্গীত একাডেমির পরিচালক নির্মল ঘোষ, গ্রীন কম্পিউটার সেন্টারের মোতাজুর রহমান এবং ওয়েলকাম টেলিকম এ্যান্ড বাবু ব্যাটারিজের মোক্তফা আহমদ কে। পুরস্কার তালিকায় নাম থাকলেও অনুপস্থিত ছিলেন শিল্পপতি জাহাঙ্গীর আলম পাপ্পু। পুরস্কার প্রাপকদের মধ্যে নুরুল মঈন ও আবু বক্কার মোল্লা বক্তব্য প্রদান করেন। সঙ্গীত পরিবেশন করেন নির্মল ঘোষ।

অন্যান্যের মধ্যে এদিন বক্তব্য রাখেন ভাঙড় ২ পঞ্চায়েত সমিতির জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ কর্মাধ্যক্ষ কাশেফুল করব খাঁন, কাশিপুর থানার প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক সমরেশ ঘোষ, সাউদার্ন হেলথ ইমপ্রুভমেন্ট সমিতির পরিচালক বঙ্গভূষণ এম

এ ওহাব, বাও সপ্তগ্রাম সর্বেশ্বর উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সুব্রত দাস, পোলেরহাট উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সন্দীপ সরকার। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন রণজিৎ কুমার মন্ডল, নির্মল ঘোষ, আশরাফুল ইসলাম, মিঠুন পাসোয়ান, ফারহানা নাসরিন প্রমুখ। অনুষ্ঠানে কবিতা পাঠ করেন ইমরান মোল্লা, আশিক মোল্লা, ইমতিয়াজ হোসেন, সন্দীপা বন্দোপাধ্যায়, মহম্মদ মোফিজুল ইসলাম, ফারুক আহমেদ, হাসানুজ্জামান, দীননাথ গোলদার, আরিফ মহম্মদ মালি, রাজাবাবু রাইহান প্রমুখ। সঙ্গীত পরিবেশন করেন নির্মল ঘোষ, সমরেশ ঘোষ ও সৌরদীপ ভট্টাচার্য। এদিন ধারাভাষ্য প্রদান করেন শাজাহান আলি বিশ্বাস ও সাদ্দাম হোসেন মিদ্দে। এদিন উপস্থিত ছিলেন আব্দুর রশিদ মোল্লা, জুলফিকার আলী মোল্লা, আজহার উদ্দিন বৈদ্য, রফিকুল ইসলাম, আরবিনা পারভীন প্রমুখ। অতিথিদের অভ্যর্থনা জানান নিজাম খান, মোফিজুল ইসলাম, ফারুক হাসান মোল্লা প্রমুখ।

পাইপ ফেটে তেল ছড়াল

আপনজন: পাইপ ফেটে তেলে জলে মিশে গেল হলদিয়ার পেট্রোপণ্য। আতঙ্ক তৈরি হয় শিল্প শহর হলদিয়া জুড়ে। ছবি: সেখ আবদুল আজিম

ছাদের বাগানে ফলের রাজ্য, চমক যুবকের

মোহাম্মদ জাকারিয়া ● ডালখোলা

আপনজন: উত্তর দিনাজপুর জেলার করণদিঘী ব্লকের বাজারগাঁও ২ নম্বর পঞ্চায়েতের বাগরায় বালিয়াখাড়া গ্রামের এক যুবক দেখিয়েছেন, চাষবাদ শুধু মাঠে নয়, বাড়ির ছাদেও সম্ভব। আধুনিক পদ্ধতি আর নিজের প্রচেষ্টায় তিনি তৈরি করেছেন সবুজে মোড়া এক স্বপ্নের জগৎ। তাঁর বাড়ির ছাদে ফুটেছে কমলা লেবু, মৌসুমী লেবু, ড্রাগন ফল, আঙুর, সফেদা, বেল, এবং বারোমাসি আমের বাগান। শুধু ছাদই নয়, বাড়ির আশপাশেও রয়েছে এই সবুজ বিপ্লবের ছাপ। তাঁর উদ্যোগ স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে দারুণ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে। পরিশ্রম আর প্রযুক্তির মিশ্রণে তিনি পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার পাশাপাশি আয়ের নতুন সম্ভাবনাও সৃষ্টি করেছেন। গ্রামবাসীদের মতে, এই ছাদের বাগান স্থানীয়দের কাছে এক বড় প্রেরণা। চাষাবাদের জন্য মাঠের উপর নির্ভর না করে, ঘরের ছাদেও যে ফলন সম্ভব, তার জীবন্ত উদাহরণ হয়ে উঠেছে এই উদ্যোগ। এই নতুন ধরনের চাষাবাদ পদ্ধতি এলাকার পরিবেশকেও করে তুলেছে সতেজ। একইসঙ্গে এটি ভবিষ্যতের কৃষকদের জন্য একটি নতুন দিকনির্দেশনা। বর্তমান সময়ে, যেখানে জমির অভাব ক্রমেই বাড়ছে, এই ধরনের উদ্যোগ আমাদের কৃষিকাজে নতুন পথ দেখাচ্ছে।

শিক্ষার আলো জ্বালাচ্ছে নূরে আলম চাইল্ড মিশন

এহসানুল হক ● বসিরহাট

আপনজন: দেগঙ্গা থানার বেড়াচাঁপা সন্নিকটস্থ হাদিপুর গড়ে অবস্থিত নূরে আলম চাইল্ড মিশন এন্ড মিশন স্কুল। নার্সারি (৩+বয়স) থেকে অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের এই প্রতিষ্ঠান।দেগঙ্গা এলাকার প্রথম সারির একটি উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান। ইংরাজি শিক্ষাকে গুরুত্ব দিয়ে কেন্দ্রীয় শিক্ষা সংস্থা এনসিইআরটির ইংরাজি মাধ্যমের বই পড়ানো হয়। ইসলামী মূল্যবোধ সহ আধুনিক মনোবিজ্ঞান সম্মত ইতিবাচক শিক্ষাদান করে সংখ্যালঘু মুসলিম শিক্ষার্থীদের মেধার বিকাশে সহায়তা করা এই মিশন স্কুলের উদ্দেশ্য। সুন্দর মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে নূরে আলম চাইল্ড মিশন এন্ড মিশন স্কুল অবস্থিত। মেইন রোডের অনতি দূরে শিশুদের জন্য মিশন প্রাঙ্গণ একটি নিরাপদ স্থান। মিশন সংলগ্ন নিজস্ব প্রশস্ত খেলার মাঠ,পার্ক মিশন স্কুলের সৌন্দর্যকে বাড়িয়ে তুলেছে। প্রত্যেকটি ক্লাসে সাউন্ড সিস্টেম সহযোগে শিক্ষা প্রদান করা হয়। শিশুদের পড়াশোনায় মনোযোগ আকর্ষণের জন্য ওয়াইফাই ইন্টারনেট, স্মার্ট টিভিরব্যবস্থা আছে। শিক্ষার্থীদের শিশু বয়স থেকে ইসলামী মূল্যবোধ গড়ে তুলতে ইসলামিক শিক্ষা ও নৈতিক শিক্ষা, নামাজের অনুশীলন করিয়ে শিক্ষার্থীদের গড়ে তোলা হয়। এভাবে শিক্ষার আলো জ্বালাচ্ছে নূরে আলম মিশন।

নারী পাচার রোধে বৈঠক

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● কলকাতা

আপনজন: নারী পাচার রোধে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ের সংখ্যালঘু উপদেষ্টা ড. আব্দুর সাত্তারের সাথে সম্প্রতি জাতীয় মানব পাচার বিরোধী কমিটির চেয়ারম্যান জিন্নার আলি একটি আলোচনা করেন। এই আলোচনায় রাজ্যে নারী পাচার এবং অল্পবয়সী মেয়েদের কাজের প্রলোভন দেখিয়ে পাচারের বাড়াবাড়ি রোধ করার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। জিন্নার আলি জানান, তারা এই সমস্যাকে গুরুত্বভাবে দেখছেন এবং আগামী দিনে যাতে কোন নারী বা অল্পবয়সী মেয়ে এই জঘন্য অপরাধের শিকার না হয়, সেদিকে নজর রাখার জন্য বিভিন্ন কার্যকরী পদক্ষেপের কথা বলেন। এই আলোচনার মাধ্যমে নারী পাচার রোধে সরকার আরও বেশি করে সচেতন ও জঘন্য অপরাধের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেবে বলে আশাবাদী জিন্নার আলি।

খাদি মেলা শুরু মালদহে

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: তাঁতে বোনা কাপড় থেকে বুটিক, কাথাস্টিক কাপড় নিয়ে মালদহে শুরু হল পশ্চিমবঙ্গ খাদি ও গ্রামীণ শিল্প পর্ষদের উদ্যোগে খাদি মেলা। মালদহ শহরের যুব আবাস ময়দানে এই মেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আগামী ১০ ডিসেম্বর পর্যন্ত এই মেলা চলবে। গান্ধীজীর ছবিতে মাল্যদান প্রদীপ প্রজ্জলনের মধ্য দিয়ে উদ্বোধন করা হয় খাদি মেলার। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী তাজমুল হোসেন, অতিরিক্ত জেলা শাসক (ভূমি ও ভূমি সংস্কার) দেবাহুতি ইত্র, ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী, পুরাতন মালদা পৌরসভার চেয়ারম্যান কার্তিক ঘোষ প্রমুখ। বিভিন্ন হাতের কাজের কাপড় বিক্রি হচ্ছে মেলায়।

দামে বেশি কাজে কম, এক নম্বরে রিয়াল মাদ্রিদ

আপনজন ডেস্ক: চ্যাম্পিয়নস লিগের ‘রাজা’ বা ‘কিং অব ইউরোপ’ বলা হয় রিয়াল মাদ্রিদকে। ১৫টা শিরোপা জেতা দলটিকে রাজা বলাটা অবশ্য মোটেই অত্যুক্তি নয়। দ্বিতীয় এসি মিলানের ট্রফির সংখ্যা রিয়ালের অর্ধেকের কম। কিন্তু সেই রিয়াল যেন এবারের নতুন সংস্করণের চ্যাম্পিয়নস লিগে নিজেদের হারিয়ে খুঁজছে। ৫ ম্যাচে ২ জয় ও ৩ হার নিয়ে রিয়ালের অবস্থান ২৪ নম্বরে। অবিশ্বাস্যই বটে। অথচ বর্তমান চ্যাম্পিয়ন রিয়াল ছিল টুর্নামেন্টের অন্যতম ফেবারিট। এমনকি অর্থমূল্যের সঙ্গে তুলনায়ও রিয়ালের এই পারফরম্যান্স হজম করা কঠিন।
ফুটবল পোর্টাল ট্রান্সফারমার্কেটের এক প্রতিবেদনে দেখা গেছে, পারফরম্যান্স এবং অর্থমূল্যের বিবেচনায় এখন পর্যন্ত চ্যাম্পিয়নস লিগের এ মৌসুমে সবচেয়ে বাজে দল রিয়াল। বর্তমানে রিয়ালের স্কোয়াডের মূল্য ১৩৬ কোটি ইউরো, যা ফুটবল ক্লাবগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি। বিপরীতে চ্যাম্পিয়নস লিগ পয়েন্ট টেবিলে রিয়ালের অবস্থান ২৪ নম্বরে। অর্থাৎ দাম ও অবস্থানের পার্থক্য–২৩।
এ তালিকায় দ্বিতীয় আরবি লাইপজিগ। গত মৌসুমে জার্মান ফুটবলে চমক দেখানো লাইপজিগের বর্তমান অবস্থান ৩৬ দলের মধ্যে ৩৪তম। ৫ ম্যাচের ৫টিতেই হারা দলটি এখন পর্যন্ত কোনো পয়েন্ট পায়নি। আর স্কোয়াডের মূল্য বিবেচনায় ক্লাবটির অবস্থান ১৩তম।
ফলে দাম ও পয়েন্ট তালিকায় অবস্থানের পার্থক্য দাঁড়ায় –২১। লাইপজিগের ঠিক পরেই পিএসজির অবস্থান। চ্যাম্পিয়নস লিগ টেবিলে ২৫তম স্থানে থেকে অবনমন অঞ্চলে রয়েছে পিএসজি। স্কোয়াডের অর্থমূল্য বিচারে তারা সপ্তম।
অর্থাৎ দাম ও পয়েন্ট টেবিলে অবস্থানের পার্থক্য দাঁড়ায় –১৮। ৪ নম্বরে ম্যানচেস্টার সিটি। পেপ গার্দিওলার অধীনে স্মরণকালের সবচেয়ে বাজে সময় পার করা সিটি চ্যাম্পিয়নস লিগ পয়েন্ট টেবিলে ১৭তম। রিয়ালের পর তাদের স্কোয়াডই সবচেয়ে দামি (১২৬ কোটি ইউরো)। ফলে দাম ও পয়েন্ট টেবিলে অবস্থানের পার্থক্য –১৫। অর্থাৎ দামের তুলনায় চ্যাম্পিয়নস লিগে পারফরম্যান্সে সবচেয়ে বাজে দলগুলোর মধ্যে ৪ নম্বরে সিটি।

ফিফা বর্ষসেরার দৌড়ে ভিনিসিয়ুস, রদ্রির সঙ্গে আছেন মেসিও

আপনজন ডেস্ক: বর্ষসেরা ফুটবলারের পুরস্কার ‘দ্য বেস্ট’-২০২৪–এর মনোনয়ন প্রকাশ করেছে ফিফা। ছেলেদের ফুটবলে মনোনীত ১১ খেলোয়াড়ের মধ্যে ভিনিসিয়ুস, রদ্রি, কিলিয়ান এমবাপ্পেদের সঙ্গে আছেন লিওনেল মেসিও। এ নিয়ে ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থার দেওয়া ‘দ্য বেস্ট’ পুরস্কারে ৯ বারই মনোনয়ন পেলেন আর্জেন্টাইন অধিনায়ক।
মেসি সর্বশেষ দুই বছরসহ তিনবার দ্য বেস্ট জিতেছেন। তবে ইন্টার মায়ামিতে খেলা আর্জেন্টাইন মহাতারকা চলতি বছরের ব্যালন ডি’অর পুরস্কারে ৩০ জনের মনোনয়ন তালিকাতেও ছিলেন না।
দ্য বেস্ট পুরস্কারে ‘ফিফা মেন’স প্লেয়ারের পাশাপাশি আরও ১০টি পুরস্কারের মনোনয়ন তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। এর মধ্যে ছেলে ও মেয়ে দুই বিভাগে বর্ষসেরা খেলোয়াড়ের সঙ্গে আছে বর্ষসেরা কোচ, বর্ষসেরা গোলকিপার, বর্ষসেরা একাদশ ও বর্ষসেরা গোলের পুরস্কার। এ ছাড়া আছে ফিফা ফ্যান অ্যাওয়ার্ড।
এই পুরস্কারগুলোর প্রতিটিতে ভক্ত-সমর্থকেরা ভোট দিতে পারেন। সেরা খেলোয়াড়, সেরা কোচ ও সেরা গোলকিপারে দর্শকদের ভোট মোট ভোটের চার ভাগের এক ভাগ। বাকি তিন ভাগ দেবেন ফিফা সদস্যদেশগুলোর অধিনায়ক, কোচ ও গণমাধ্যম প্রতিনিধিরা। সেরা গোল ও সেরা একাদশে ভক্ত-সমর্থকদের ভোটের হার অর্ধেক। ভোট দেওয়া যাবে ফিফা ওয়েবসাইটে, ১০ ডিসেম্বর পর্যন্ত।
এবারের ফিফা দ্য বেস্টে বর্ষসেরা ১১ খেলোয়াড় হচ্ছেন জুড বেলিংহাম, কিলিয়ান এমবাপ্পে, ভিনিসিয়ুস জুনিয়র, দানি কারভাহাল, আর্লিং হলান্ড, টনি ক্রুস, রদ্রি, মেসি, ফেদেরিকো ভালভের্দে, ফ্লোরিয়ান রিৎজ ও লামিনে ইয়ামাল। তাঁদের মধ্যে ২০২৪ ব্যালন ডি’অর জিতেছেন রদ্রি, ভিনিসিয়ুস দ্বিতীয় ও বেলিংহাম তৃতীয় হন।
ছেলেদের বিভাগে বর্ষসেরা কোচের মনোনয়ন পেয়েছেন কার্লো আনচেলত্তি, লিওনেল স্কালোনি, লুই দে লা ফুয়েন্তে, পেপ গার্দিওলা ও জাবি আলোনসো। ফিফা জানিয়েছে, মনোনয়ন দেওয়ার ক্ষেত্রে খেলোয়াড়দের ২০২৩ সালের ২১ আগস্ট থেকে ২০২৪ সালের ১০ আগস্ট সময়ের পারফরম্যান্স বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে।
ব্যালন ডি’অরে ৩০ জনের তালিকায়ও জায়গা না পাওয়া মেসিকে দ্য বেস্টের সেরা ১১-তে রাখার বিষয়ে ফিফার ওয়েবসাইটে লেখা হয়েছে, ‘বয়স ৩৭ হয়ে গেলেও ইন্টার মায়ামি ও আর্জেন্টিনা দলে ব্যাপক ভূমিকা রেখে চলেছেন মেসি। তাঁর অনুপ্রেরণামূলক পারফরম্যান্সে ২০২৩ লিগস কাপের পর মায়ামি ২০২৪ সাপোর্টার্স শিল্ড জিতেছে, যেটি এসেছে এমএলএস দলগুলোর মধ্যে রেকর্ড গড়ে। এ ছাড়া এ সময়ে মেসির নেতৃত্বে কোপা আমেরিকা জিতেছে আর্জেন্টিনা, আর বিশ্বকাপ বাছাইয়ের লাতিন আমেরিকা অঞ্চলে তিনি বছর শেষ করেছেন সর্বোচ্চ ৬ গোল নিয়ে।’

হার্দিকের, এক ওভারে চারটি ছয়! সৈয়দ মুস্তাক আলী ট্রফিতে রানের বন্যা

আপনজন ডেস্ক: সৈয়দ মুস্তাক আলী টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্টে আবারও হার্দিক পান্ডিয়া শো। বরোদার হয়ে হার্দিক আবারও ছক্কার মেলা উপহার দিলেন। ত্রিপুরার বিরুদ্ধে পান্ডিয়া এক ওভারে ২৮ রান করলেন। গত ম্যাচে তামিলনাড়ুর বিরুদ্ধে এক ওভারে পান্ডিয়া ২৯ রান তোলেন। আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আগে টিম ইন্ডিয়ার জন্য আশাজাগানো পারফরম্যান্স করছেন অলরাউন্ডার হার্দিক পান্ডিয়া। মুস্তাক আলী টি-টোয়েন্টিতে ছক্কার বন্যা অব্যাহত রেখেছে এই ভারতীয় অলরাউন্ডার। শুক্রবার, ইন্দোরের হোলকার স্টেডিয়ামে ত্রিপুরার বিরুদ্ধেও পান্ডিয়ার ব্যাটে জাদু দেখা গেল। পারভেজ সুলতানের ওভারে ৬, ০, ৬, ৬, ৪, ৬, এই ছিল হার্দিকের স্কোর। চারটি ছক্কা অনায়াসেই গ্যালারিতে পৌঁছে গেল। এই টুর্নামেন্টে দুর্দান্ত ফর্মে রয়েছেন তিনি। টুর্নামেন্টে গুজরাটের বিরুদ্ধে ৩৫ বলে ৭৪*, উত্তরাখণ্ডের বিরুদ্ধে ২১ বলে ৪১*, তামিলনাড়ুর বিরুদ্ধে ৩০ বলে ৬৯, ত্রিপুরার বিরুদ্ধে ২৩ বলে ৪৭ রান করেছেন হার্দিক।
ম্যাচে হার্দিক পান্ডিয়া শো-এর সুবাদে ত্রিপুরার বিরুদ্ধে বরোদা ৭ উইকেটে জয়লাভ করেছে। প্রথমে ব্যাট করে ত্রিপুরা ২০ ওভারে ৯ উইকেটে ১০৯ রান করে। ৪০ বলে ৫০ রান করে দলের সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক হন অধিনায়ক মন্দীপ সিং। জবাবে বরোদা ১১.২ ওভারে ৩ উইকেট হারিয়ে জয় নিশ্চিত করে। স্কোর: ত্রিপুরা ১০৯-৯ (২০), বরোদা: ১১৫-৩ (১১.২)। হার্দিক পাণ্ড্য ৪৭ রান করে আউট হলেও ওপেনার এবং উইকেটরক্ষক মিতেশ প্যাটেল (২৪ বলে ৩৭*) বরোদার হয়ে দুর্দান্ত খেলেন। তৃতীয় উইকেটে হার্দিক-মিতেশ জুটি ৬৪ রান যোগ করে।

অনড় পাকিস্তান-ভারত, পরিস্থিতি জটিল

আপনজন ডেস্ক: আগামী বছর চ্যাম্পিয়নস ট্রফি কোথায় হবে, পাকিস্তান, নাকি অন্য কোথাও? এত দিন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন ছিল এটাই। কিন্তু আজ আইসিসির এক ভার্চ্যুয়াল সভা কোনো রকম সিদ্ধান্ত ছাড়াই শেষ হওয়ার পর প্রশ্ন উঠা স্বাভাবিক–চ্যাম্পিয়নস ট্রফি কি আদৌ হবে?
বাংলাদেশ সময় আজ বিকেল ৪টায় শুরু হওয়া ভার্চ্যুয়াল সভায় অংশগ্রহণ করার কথা আইসিসির পূর্ণ সদস্য ১২ টি বোর্ডের প্রতিনিধি, তিনটি সহযোগী সদস্য বোর্ডের প্রতিনিধি, একজন নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষক, আইসিসির চেয়ারম্যান এবং প্রধান নির্বাহীর।বাংলাদেশ থেকে এতে অংশ নেন বিসিবি সভাপতি ফারুক আহমেদ।
তবে সভাটি কারও জন্যই খুব স্বস্তিকর ছিল বলে মনে হয় না। ইএসপিএন-ক্রিকইনফো জানিয়েছে, মাত্র ১৫ মিনিটের মধ্যেই কোনো রকম সিদ্ধান্ত ছাড়া সভা শেষ হয়ে গেছে। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ইন্ডিয়া টুডে লিখেছে, আগামীকাল ৩০ নভেম্বর আবার সভা হওয়ার কথা।
যদিও ক্রিকেটবিষয়ক ওয়েবসাইট ক্রিকইনফো ও ক্রিকবাজসহ ভারতেরই আরও কিছু সংবাদমাধ্যম লিখেছে, আগামীকাল নয়, আসছে সপ্তাহের কোনো এক সময় হতে পারে সভাটি। এ ব্যাপারে আইসিসি আনুষ্ঠানিক কোনো বক্তব্য দেয়নি। তবে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের খবর দেখে ধারণা করা হচ্ছে, ভারত এবং পাকিস্তান দুই দেশের বোর্ডকে আরও কিছুটা সময় দিতে চাইছে আইসিসি।
পাকিস্তানের লাহোর, করাচি ও রাওয়ালপিন্ডিতে আগামী বছরের ফেব্রুয়ারি–মার্চে চ্যাম্পিয়নস ট্রফি হওয়ার কথা। কিন্তু চলতি মাসের শুরুতে আইসিসিকে ভারত জানিয়ে দিয়েছে, তাদের সরকার চ্যাম্পিয়নস ট্রফি খেলতে ভারতীয় দলকে পাকিস্তানে যাওয়ার অনুমতি দেয়নি। আপাতত তিনটি পথ খোলা আইসিসির সামনে। ১. হাইব্রিড মডেল ২. পুরো টুর্নামেন্ট পাকিস্তান থেকে অন্য কোথাও সরিয়ে নেওয়া এবং ৩. ভারতকে বাদ দিয়ে পুরো টুর্নামেন্ট পাকিস্তানেই আয়োজন করা।
সর্বশেষ এশিয়া কাপের মতো এবারের চ্যাম্পিয়নস ট্রফিও ‘হাইব্রিড মডেলে’ আয়োজনের প্রস্তাব দিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)। যেখানে মূল টুর্নামেন্ট হবে পাকিস্তানে, ভারত তাদের ম্যাচগুলো খেলবে নিরপেক্ষ কোনো দেশে। আয়োজনের স্বত্ব থাকবে পাকিস্তানেরই।
তবে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি) পুরো টুর্নামেন্টই নিজেদের দেশে আয়োজন করতে চায়। আইসিসি এতে পড়েছে মহা ঝামেলায়। পাকিস্তান রাজি না হলে আইসিসির পক্ষে এই টুর্নামেন্ট হাইব্রিড মডেলে আয়োজন করা কঠিন। আয়োজক দেশের অনুমতি ছাড়া টুর্নামেন্ট হাইব্রিড মডেলে আয়োজন করা বা অন্য কোথাও সরিয়ে নেওয়ার সুযোগ নেই।
ক্রিকইনফো জানিয়েছে, কোনো সিদ্ধান্ত ছাড়া আজকের ভার্চ্যুয়াল সভা শেষ হয়ে যাওয়ার পর আইসিসি অনড় অবস্থানে চলে যাওয়া দুই দেশকে আরও কিছুটা সময় দিতে চায়। এর সঙ্গে অন্য বোর্ডগুলোর কাছ থেকেও মতামত জানতে চাইবে। আগামী ১ ডিসেম্বর জয় শাহ আইসিসির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব নেওয়ার পর পরবর্তী বৈঠকটি হতে পারে বলে ভারতীয় আরেকটি দৈনিক লিখেছে।
আপাতত তিনটি পথ খোলা আইসিসির সামনে। ১. হাইব্রিড মডেল ২. পুরো টুর্নামেন্ট পাকিস্তান থেকে অন্য কোথাও সরিয়ে নেওয়া এবং ৩. ভারতকে বাদ দিয়ে পুরো টুর্নামেন্ট পাকিস্তানেই আয়োজন করা।
ভারতীয় বেশ কয়েকটি সংবাদমাধ্যমের খবর, এর মধ্যে হাইব্রিড মডেলই আইসিসির সর্বোচ্চ পছন্দ। দরকার হলে এর জন্য পাকিস্তানকে বড় রকমের ক্ষতিপূরণও দিতে রাজি আইসিসি। আগামী কয়েক দিনে পরিস্থিতি কোন দিকে গড়ায়, এখন সেটিই দেখার অপেক্ষা।

টি-টোয়েন্টিতে নতুন রেকর্ড, বোলিং করলেন ১১ জনই

আপনজন ডেস্ক: একটা দলে বোলার থাকে কতজন? ৫ জন, ৬ জন কিংবা একাধিক অলরাউন্ডার মিলিয়ে ৭–৮ জনও হতে পারেন। কিন্তু কোনো দলের ১১ জনই যদি বোলিং করেন? টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে নজিরবিহীন এই ঘটনাই ঘটেছে আজ মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে। ভারতের টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট সৈয়দ মুশতাক আলী ট্রফিতে মণিপুরের বিপক্ষে দলের ১১ জনকে দিয়েই বোলিং করিয়েছে দিল্লি। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি তো বটেই, স্বীকৃত টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে এমন ঘটনা এই প্রথম।
এর আগে ২০ ওভারের ম্যাচে সর্বোচ্চ ৯ জন বোলার ব্যবহারের ঘটনা দেখা গেছে বেশ কয়েকবার। বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগেই (বিপিএল) এমন কিছু ঘটেছে ৪ বার। টি-টোয়েন্টি ম্যাচের দৈর্ঘ্য কম বলে বেশির ভাগ ম্যাচেই ৫–৬ জনের বেশি বোলিং করেন না।
কিন্তু মণিপুরের বিপক্ষে দিল্লি অধিনায়ক আয়ুশ বাদোনি ভেবেছেন ভিন্ন কিছু। এক এক করে সব ফিল্ডারের হাতেই বল তুলে দিয়েছেন। বাদোনি নিজে উইকেটকিপার। দলের ষষ্ঠ বোলার হিসেবে বল হাতে নিয়ে তিনিও দুই ওভার করেছেন, এমনকি নেন ১ উইকেটও! দিল্লির ১১ বোলারের মধ্যে তিনজন করেছেন ৩ ওভার করে, ৩ জন দুই ওভার করে। বাকি পাঁচজন বোলিং করেন ১ ওভার করে। ব্যাটসম্যান-উইকেটকিপার নির্বিশেষে সবাই বোলিং করলেও মণিপুর বেশি রান তুলতে পারেনি। ২০ ওভারে ৮ উইকেট হারিয়ে তোলে ১২০ রান। তাড়া করতে নেমে ৯ বল আর ৪ উইকেট হাতে রেখেই জয় নিশ্চিত করে দিল্লি। স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে ১১ বোলারের ব্যবহার এই প্রথম হলেও টেস্টে এমন ঘটনা ৪ বার দেখা গেছে। ২০০৫ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে অ্যান্টিগা টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে ১১ জনকে দিয়ে বোলিং করিয়েছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকা অধিনায়ক গ্রায়েম স্মিথ। একই মাঠে ২০০২ সালে ক্যারিবীয়দের বিপক্ষে দলের ১১ জনকে দিয়েই বোলিং করিয়েছিলেন ভারতের অধিনায়ক সৌরভ গাঙ্গুলী। ওয়ানডে এবং আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে অবশ্য এখন পর্যন্ত কোনো দল ৯ জনের বেশি বোলার ব্যবহার করেনি।

দিমিত্রিয়সের গোলে অষ্টম ম্যাচে ‘প্রথম’ জয় ইস্টবেঙ্গলের

আপনজন ডেস্ক: একঝাঁক সুযোগ, একঝাঁক কার্ড। জোড়া রেড কার্ড। যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে রুদ্ধশ্বাস ইস্টবেঙ্গল বনাম ডুরান্ড চ্যাম্পিয়ন নর্থ ইস্ট ইউনাইটেড। ইন্ডিয়ান সুপার লিগে এ মরসুমে হতাশা ছাড়া কিছুই আসেনি ইস্টবেঙ্গল শিবিরে। লাগাতার হারের পর অবশেষে গত ম্যাচে মিনি ডার্বিতে এক পয়েন্ট। সেটিই ছিল মরসুমের প্রথম পয়েন্ট। আইএসএলে পারফরম্যান্স হতাশার হলেও এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করে কোয়ার্টার ফাইনালেও উঠেছে ইস্টবেঙ্গল। নতুন কোচ অস্কার ব্রুজোর কোচিংয়ে পরিস্থিতি যে বদলাতে শুরু করেছে, তা এএফসির টুর্নামেন্টেই বোঝা যাচ্ছিল। এরপর গত ম্যাচে ৩০মিনিটের মধ্যে ৯ জনে হয়ে যাওয়ার পর মহমেডানের বিরুদ্ধে ড্র করা আত্মবিশ্বাস বাড়িয়েছিল ইস্টবেঙ্গলের। তবে জয়ের জন্য অপেক্ষা ছিলই।
টানা ছয় ম্যাচে হার, সপ্তমে ড্রয়ের পর অষ্টম ম্যাচে মরসুমের প্রথম জয়। ঘরের মাঠের সমর্থকদের সামনে এর চেয়ে তৃপ্তির আর কী হতে পারে! পয়েন্ট টেবলে এখনও ইস্টবেঙ্গল সকলের শেষেই। তবে আত্মবিশ্বাসের দিক থেকে ইস্টবেঙ্গল অনেকটা এগিয়ে গেল বলাই যায়। আর সেই স্বপ্নপূরণের শুরু ম্যাচের ২২ মিনিটে। লিড নেয় ইস্টবেঙ্গল। প্রতিপক্ষ ডিফেন্সের বোঝাপড়ার অভাব। বক্সের বাঁ দিকে বল পান মাদিহ তালাল। দুর্দান্ত চিপ করেন। হেডে গোল ডায়মান্টাকোস দিমিত্রিয়সের। প্রথমার্ধে গোল পাওয়ায় আত্মবিশ্বাস বাড়ে। ইস্টবঙ্গল মিড ফিল্ডও ভরসা দিচ্ছিল।
ম্যাচের উত্তেজনা কতটা ছিল, একঝাঁক কার্ডেই তা প্রমাণ। নর্থ ইস্ট ইউনাইটেডের বেমামার দ্বিতীয় হলুদ তথা রেড কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন। তাতে অবশ্য গোল বয়বধান বাড়াতে পারেনি ইস্টবেঙ্গল। তবে লাল-হলুদ শিবিরে আরও অস্বস্তি বাড়ে। গত ম্যাচে ইস্টবেঙ্গলের দুই প্লেয়ার লাল-কার্ড দেখেছিলেন। এই ম্যাচের শেষ মুহূর্তে লালচুননুঙ্গা দ্বিতীয় তথা রেড কার্ড দেখেন। ফলে শেষ দিকে দু-দলই সমান জায়গায় ছিল। অবশেষে ১-০ ব্যবধানে আইএসএলে মরসুমের প্রথম জয় ইস্টবেঙ্গলের।

‘আমি কী ভুল করেছি’? সমালোচকদের দিকে প্রশ্ন পৃথ্বীর

আপনজন ডেস্ক: বয়স ২৫ বছর ২০ দিন। এই বয়সে কত কীই-না দেখলেন পৃথ্বী শ! জাতীয় দলে দুর্দান্ত অভিষেক, আইপিএল চুক্তি সবই ছিল। আর এখন?
জাতীয় দল থেকে বাদ পড়েছেন তো আগেই, এবার আইপিএলে জায়গা পাননি। এর জেরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তিনি এখন ট্রলের চরিত্র। আর সেটার মাত্রা এখন এতটাই বেড়েছে যে পৃথ্বী শ অসহায়ের মতো প্রশ্ন ছুড়ে দিয়েছেন, ‘আমার কী ভুল?’
পৃথ্বী শ নিজের ভুল খুঁজে পাচ্ছেন না। তবে ভক্ত-সমর্থকেরা পাচ্ছেন। সেটা অবশ্য প্রত্যাশার জায়গা থেকে। কারণ, একসময় এই পৃথ্বীকেই মনে করা হতো ভারতীয় ক্রিকেটের পরবর্তী শচীন টেন্ডুলকার। সেই প্রত্যাশা মেটাতে না পারা পৃথ্বীর জীবন এতটাই কঠিন হয়ে গেছে যে তাঁকে যেখানেই সমর্থকেরা দেখছেন, অনুশীলনের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছেন। সবাই ধরেই নিয়েছেন, তিনি ঠিকভাবে অনুশীলন করছেন না। শুধু সাধারণ মানুষ নয়, আইপিএলের দলগুলোও সেটাই মনে করছে। যুবদলে যাঁদের সঙ্গে খেলেছেন, সেই শুবমান গিলরা এখন আয় করেন কোটি কোটি রুপি। সেখানে মাত্র ৭৫ লাখ ভিত্তিমূল্য দেওয়ার পরও তাঁর দিকে কেউ চোখ দেয় না। এর আগে ফিটনেস সমস্যায় বাদ পড়েছেন মুম্বাইয়ের রঞ্জি ট্রফির দল থেকেও।
আইপিএলে দল না পাওয়ার পর পৃথ্বীর একটি ভিডিও অনলাইনে ছড়িয়ে পড়েছে। সেখানে এই ওপেনারকে অনেকটা অসহায় কণ্ঠেই কথা বলতে দেখা গেছে। নিয়মিত ট্রলের শিকার হওয়া নিয়ে মুখ খুলেছেন এই ক্রিকেটার, ‘মানুষ যদি আমাকে নিয়ে মিম বানায়, তা আমিও দেখি। আমার মাঝেমধ্যে খারাপ লাগে। অনেক সময় মনে হয়, এটা ঠিক হয়নি, তার এভাবে বলা ঠিক হয়নি। যখনই আমাকে সবার সামনে দেখে, মানুষ আমাকে বলতে শুরু করে পৃথ্বী কী করছে, তার অনুশীলন করা উচিত। আর আমি ভাবছিলাম, আজ তো আমার জন্মদিন। আমি ভাবছিলাম, আমি কী ভুল করেছিলাম।’
আইপিএলে পৃথ্বী কম সুযোগ পাননি। ম্যাচ খেলেছেন ৭৯টি, তাতে ২৩ গড়ে রানসংখ্যা ১৮৯২। নিজেকে প্রমাণের জন্য ৭৯টি ম্যাচ যথেষ্টই হওয়ার কথা। ভারতের সাবেক ক্রিকেটার মোহাম্মদ কাইফও সেই কথা বলছেন, ‘এমন অনেক ক্রিকেটার আছে, যারা এত সুযোগ পায় না। কিন্তু ও অনেক সুযোগ পেয়েছে। আইপিএলের কোনো দল তাঁকে কেনেনি, এটা লজ্জাজনক। মাত্র ৭৫ লাখ রুপি ভিত্তিমূল্যেও কেউ ডাকেনি। এখন তার মূল জায়গায় ফিরতে হবে, ঘরোয়া ক্রিকেটে রান করে নির্বাচিত হতে হবে। সরফরাজ খান এর বড় উদাহরণ।’ সরফরাজ ঘরোয়া ক্রিকেটে রান করে টেস্ট দলে জায়গা পেয়েছেন। অবশ্য আইপিএলে তাঁকেও কোনো দল কেনেননি।
ঘরোয়া ক্রিকেটেও রান পাচ্ছেন না পৃথ্বী। সৈয়দ মুশতাক আলী ট্রফিতে সর্বশেষ ম্যাচে আউট হয়েছেন ০ রানে।

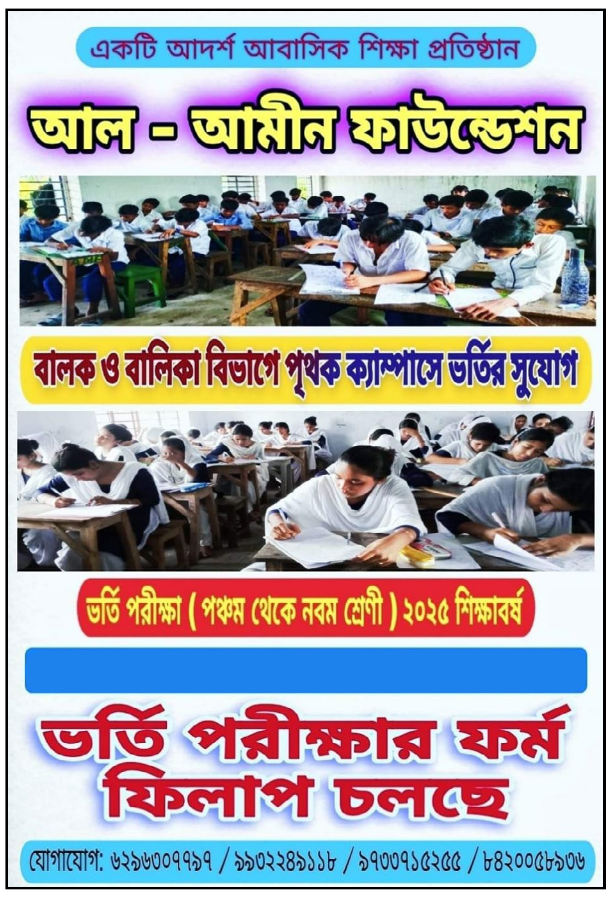

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক**।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**